আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
২২ মার্চ, ২০২৪
৮ চৈত্র ১৪৩০
১১ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 80 ■ Daily APONZONE ■ 22 March 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

হোয়াটসঅ্যাপে মোদির ‘বার্তা’ পাঠানোয় মানা কমিশনের

আপনজন ডেস্ক: কেন্দ্রের মোদী সরকার শুধুমাত্র ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও বিপুল সংখ্যক হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা পাঠানো হয়েছে ‘ভিক্ষিত ভারত’ (উন্নত ভারত) নিয়ে যা একটি বিশাল বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এখন এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে এবং অবিলম্বে এই বার্তা পাঠানো বন্ধ করতে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে।
কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রককে একটি নির্দেশ জারি করেছে, যাতে বলা হয়েছে যে নির্বাচনী আচরণবিধি কার্যকর হওয়ার পরেও ‘বিকসিত ভারত’ সম্পর্কিত বার্তা জনগণের কাছে পাঠানো হচ্ছে, তাহলে তারা অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত. একই সঙ্গে এ বিষয়ে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার প্রতিবেদনও কমিশনে পাঠাতে বলেছে নির্বাচন কমিশন। প্রকৃতপক্ষে, নির্বাচন কমিশন বেশ কয়েকটি অভিযোগ পেয়েছে যে লোকসভা নির্বাচন ২০২৪-এর তারিখ ঘোষণা ও আদর্শ আচরণ বিধির প্রয়োগের পরে নাগরিকদের ফোনে সরকার এই ধরনের বার্তা পাঠাচ্ছে। নির্বাচন কমিশন এ ধরনের অভিযোগ আমলে নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছে। ইতিমধ্যে কংগ্রেস এবং তৃণমূল মোদির বার্তা আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ তুলেছে।

আবগারি আর্থিক তছরুপের মামলায় ইডির হাতে

গ্রেফতার কেজরিওয়াল

আপনজন ডেস্ক: আবগারি নীতি সংক্রান্ত আর্থিক তছরুপের মামলায় বৃহস্পতিবার রাতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।
দিল্লি হাইকোর্ট আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ককে সিবিআইয়ের কোনও জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ থেকে সুরক্ষা দিতে অস্বীকার করার কয়েক ঘণ্টা পরেই এই প্রথম মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হল। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের মধ্যেই ৫৫ বছর বয়সী এই নেতাকে গ্রেফতার করার পর তার দল আম আদমি পার্টি (আপ) ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল।
হাইকোর্টের নির্দেশের পরেই ইডির একটি দল তাঁর বাড়িতে পৌঁছে তল্লাশি চালায়। এরপরই তাকে গ্রেফতার করা হয় বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ইডি শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীকে আদালতে হাজির করবে এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তার হেফাজতে চাইবে।
ইডি আধিকারিকরা ভিতরে তাদের অভিযান চালানোর সময়, অতিরিক্ত দিল্লি পুলিশ কর্মী এবং র‌্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (আরএএফ) এবং সিআরপিএফ দল মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের চারপাশে মোতায়েন করা হয়েছিল।
সূত্রের খবর, আপ সমর্থকদের বিক্ষোভের আশঙ্কায় বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে ইডি।
বিপুল সংখ্যক আপ কর্মী ও নেতারা মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের কাছে জড়ো হয়ে ইডির পদক্ষেপের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন।
এদিন হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন কেজরিওয়াল।
গত সপ্তাহে ভারত রাষ্ট্র সমিতির (বিআরএস) নেতা কে কবিতার গ্রেপ্তারির সময় যা ঘটেছিল তার

কার্যত পুনরাবৃত্তি ইডির পদক্ষেপ, যিনি এখন একই মামলায় ইডি হেফাজতে রয়েছেন।
মামলাটি ২০২১-২২ সালের জন্য দিল্লি সরকারের আবগারি নীতি প্রণয়ন ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের অভিযোগ সম্পর্কিত, যা পরে বাতিল করা হয়েছিল। আপ নেতা মণীশ সিসোদিয়া এবং সঞ্জয় সিং এই মামলায় বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন। ইডির পেশ করা চার্জশিটে একাধিকবার কেজরিওয়ালের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সিবিআইয়ের অভিযোগ, আবগারি নীতি তৈরির জন্য অভিযুক্তরা কেজরিওয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল, যার বিনিময়ে তারা অন্যায্য সুবিধা পেয়েছিল, যার বিনিময়ে তারা আপকে ঘুষ দিয়েছিল।
আপ নেতা অতিশী এই গ্রেপ্তারের সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে কেজরিওয়াল জেল থেকে সরকার পরিচালনা করবেন। আমরা সব সময় বলেছি, অরবিন্দ কেজরিওয়াল জেল থেকেই সরকার চালাবেন। তিনি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন।
অতিশী আরও বলেন যে তারা সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেছেন এবং তাদের আইনজীবীরা বৃহস্পতিবার রাতেই জরুরি শুনানির দাবিতে শীর্ষ আদালতে যাচ্ছেন।
এর আগে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে ইডি জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল এবং তাঁর বক্তব্য প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) ৫০ ধারায় রেকর্ড করা হয়েছিল বলে জানা গেছে।
মদনীতি জালিয়াতি নিয়ে ইডির নয়টি সমন এড়িয়ে গেছেন আম আদমি পার্টির (আপ) প্রধান। গত সোমবার ইডির করা দিল্লি জল বোর্ডে কথিত অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত অর্থ পাচার মামলার পৃথক আরেকটি সমনেও তিনি হাজির হননি। মদনীতি মামলায় তেলেঙ্গানার বিআরএস নেতা কে কবিতাকে গ্রেপ্তারের এক সপ্তাহের মধ্যে ইডির পক্ষ থেকে কেজরিওয়ালকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কবিতাকে গ্রেপ্তারের পর প্রথমবারের মতো এ মামলা কেজরিওয়ালকে ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে নাম যুক্ত করা হয়। গত বছরের অক্টোবরে ইডি কেজরিওয়ালকে প্রথম সমন জারি করে ২ নভেম্বর হাজির হতে নির্দেশ দেয়। তখন থেকেই ধারণা করা হচ্ছিল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে ইডি গ্রেপ্তার করতে পারে।
গত ফেব্রুয়ারি মাসে এ মামলায় দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়াকে গ্রেপ্তার করে ইডি। আপের রাজ্যসভার সংসদ সদস্য সঞ্জয় সিংকে গত অক্টোবরে হেফাজতে নেওয়া হয়।
কেজরিওয়াল একাধিকবার দাবি করেছেন, দিল্লির মদনীতি নিয়ে কোনো জালিয়াতি হয়নি। তাঁর দাবি, কেন্দ্রে বিজেপির নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা ইডি তাঁকে গ্রেপ্তার করে আপকে দমাতে চায়। আপ ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি বিরোধী দল ইডিকে নিজ স্বার্থে বিজেপি কাজে লাগাচ্ছে বলে অভিযোগ তোলে। তাদের দাবি, নেতাদের বিরুদ্ধে এই সংস্থাকে ব্যবহার করছে বিজেপি। আগামী ১০ এপ্রিল লোকসভা নির্বাচন। এর আগেই নেতাদের গ্রেপ্তারে এ ধরনের কাজ করা হচ্ছে। কেজরিওয়াল কিছুদিন ধরেই বলে আসছিলেন, লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি তাঁকে গ্রেপ্তার করবে।

কংগ্রেসকে আর্থিকভাবে পঙ্গু করতে চাইছে কেন্দ্র: সোনিয়া

কংগ্রেসের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার অভিযোগ

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস দলকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দিতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই অভিযোগ জানিয়ে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী আজ বৃহস্পতিবার বলেছেন, সেই কাজ সরকার সুপরিকল্পিতভাবে করছে। কংগ্রেসকে তারা ভাতে মারতে চাইছে। জনগণের কাছ থেকে আদায় করা চাঁদা যাতে ব্যবহৃত না হয়, সেই চেষ্টা করে চলেছে। কংগ্রেসের ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ করা হচ্ছে। ব্যাংক থেকে জোর করে টাকাও তুলে নিচ্ছে সরকার।
রীতিমতো সংবাদ সম্মেলন করে সোনিয়া গান্ধি এই অভিযোগ এনে বলেন, সরকারের এই আচরণ শুধু কংগ্রেস নয়, দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর জঘন্য আক্রমণ। লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে এই অভিযোগের জবাবে বিজেপি অবশ্য বলেছে, পরাজয় অনিবার্য দেখে কংগ্রেস আগে থেকে অজুহাত তৈরি করে রাখছে।
সংবাদ সম্মেলনে সোনিয়ার পাশে ছিলেন দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধী, জয়রাম রমেশ ও কোষাধ্যক্ষ অজয় মাকেন। সোনিয়ার অভিযোগের রেশ ধরে খাড়গে বলেন, প্রধানমন্ত্রী বারবার সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের কথা বলেন। সরকার সত্যিই যদি তা চায়, তা হলে উচিত কংগ্রেসকে তার ব্যাংক হিসাব ব্যবহার করতে দেওয়া।
দলীয় কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা রাখতে সোনিয়া অবশ্য বলেছেন, ‘এই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমরা আমাদের নির্বাচনী প্রচার জারি রেখেছি। একদিকে রয়েছে নির্বাচনী বন্ডের বিষয়, যা থেকে শাসক দল কাড়ি কাড়ি টাকা আদায় করেছে। অন্যদিকে প্রধান বিরোধী দলের ব্যাংক হিসাব জব্দ করে তা থেকে জবরদস্তি টাকা তুলে নিয়ে তাদের অথর্ব ও পঙ্গু করে দেওয়ার চেষ্টা

চলছে। এটা অভূতপূর্ব ও অগণতান্ত্রিক।’ কিছুদিন আগে কংগ্রেস অভিযোগ করেছিল, ২০১৮-১৯ সালে আয়কর বাবদ সুদে আসলে বকেয়া ২১০ কোটি টাকা অনাদায়ী বলে দাবি করা হয়। সেই অভিযোগে কংগ্রেসের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়।
ওই ঘটনার কয়েক দিন পর দলের কোষাধ্যক্ষ অজয় মাকেন জানিয়েছিলেন, কংগ্রেসের বিভিন্ন ব্যাংক হিসাব থেকে ৬৫ কোটি রুপি জবরদস্তি তুলে নেওয়া হয়েছে। সেটা করা হয়েছে, যখন কংগ্রেসের আবেদন ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন ছিল। পরে ট্রাইব্যুনাল কংগ্রেসের আবেদন খারিজ করে দেয়।
অজয় মাকেন বলেন, কংগ্রেসের বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে ২৮৫ কোটি রুপি রয়েছে। অথচ দল তা ব্যবহার করতে পারছে না। এই পরিস্থিতিতে ১৯৯৪-৯৫ সালের হিসাবের নতুন নোটিশ গত সপ্তাহে দলকে পাঠানো হয়েছে। এই হারে চলতে থাকলে সরকার গান্ধীজির আমলে পৌঁছে যাবে, যখন জমনালাল বাজাজ দলের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। সেই সময়কার হিসাব চেয়ে নোটিশ পাঠাবে। ব্যাংক হিসাব জব্দ করে দেবে। সুদে আসলে জরিমানা আদায় করবে। উদ্দেশ্য একটাই। ভোটের আগে কংগ্রেসকে ভাতে মারা।
সংবাদ সম্মেলনে রাহুল বলেন, আয়কর বিভাগে হিসাব জমা দেওয়ার বিষয়ে যে বিলম্ব হয়েছিল, এক মাস আগেই তার মীমাংসা হয়ে গেছে। এখন যা করা হচ্ছে, তা ভোটের দিকে নজর রেখে। আয়কর বিভাগের একটা হিসাবে গরমিল মাত্র ১৪ লাখ টাকা। অথচ শাস্তি? অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করা দেওয়া।
রাহুল বলেন, ‘এসব করতে গিয়ে আমাদের একটা মাস ইতিমধ্যেই নষ্ট হয়েছে। এটা জঘন্য অপরাধ। সেই অপরাধ করছেন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অথচ আদালত বা নির্বাচন কমিশন কেউই কিছু বলছে না। তাঁরা শুধু কংগ্রেসের ব্যাংক হিসাবই জব্দ করেননি, গোটা দেশের গণতন্ত্রকেই জব্দ করেছেন। আমরা না পারছি বিজ্ঞাপন দিতে, না পারছি নেতাদের বিভিন্ন জায়গায় পাঠাতে।’
রাহুল বলেন, ভারত বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ, এই ধারণাই এখন মিথ্যা। ভারতে গণতন্ত্র একেবারেই নেই।

লোকসভা ভোটের প্রার্থী ঘোষণা করল কংগ্রেস, আইএসএফ

আপনজন ডেস্ক: রাজ্যে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ৪২ টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করলেও এখনও বিরোধী দল তার করতে পারেনি। বিজেপি ও বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গের প্রথম পর্বের প্রার্থী ঘোষণার পর এবার কংগ্রেস ও আইএসএফ তাদের প্রার্থী ঘোষণা করল বৃহস্পতিবার। এদিন কংগ্রেস সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে ৫৭জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে তাতে স্থান পেয়েছে বাংলা। কংগ্রেস রাজস্থানে সিপিএমকে একটি আসন ছেড়ে দিলেও বাংলায় এখনও জোট নিয়ে কোনও প্রকাশ্য বিবৃতি দেয়নি। যদিও তাদের তালিকায় বামফ্রন্টের সঙ্গে জোটের রাস্তা খোলা রাখা হয়েছে।
কংগ্রেস রাজ্যের যে প্রথম প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে মুর্শিদাবাদ জেলায় তিনটি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে দুটি আসনে প্রার্থী দিয়েছে কংগ্রেস। মুর্শিদাবাদ আসনে কোনও প্রার্থী দেয়নি। তবে, পুরুলিয়ায় একটি ও মালদহে দুটি আসনেই প্রার্থী দিয়েছে। রায়গঞ্জে কংগ্রেসের প্রার্থী হচ্ছেন আলি ইমরান রামজ (ভিক্টর), মালদহ উত্তরে মোস্তাক আলম, মালদহ দক্ষিণে ইশা খান চৌধুরী, জঙ্গিপুরে মোর্তাজা হোসেন, বহরমপুরে অধীররঞ্জন চৌধুরী, কলকাতা উত্তরে প্রবীণ নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য, পুরুলিয়ায় নেপাল মাহাতো, বীরভূমে মিল্টন রশিদ।
অন্যদিকে, এদিন প্রথম প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে আইএসএফ। তাতে স্থান পায়নি ডায়মন্ডহারবার। ডায়মন্ডহারবারে নওশাদ আগে দাঁড়ানোর কথা বললেও সম্ভবত তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন।
আইএসএফের তালিকা অনুযায়ী মালদহ উত্তর কেন্দ্রে মহম্মদ সোহেল, জয়নগর কেন্দ্রে মেঘনাথ হালদার, বারাসত কেন্দ্রে প্রার্থী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, বসিরহাট কেন্দ্রে মহম্মদ শহিদুল ইসলাম মোল্লা, মথুরাপুর কেন্দ্রে অধ্যাপক অজয়কুমার দাস, শ্রীরামপুর কেন্দ্রে সাহারিয়ার মল্লিক, ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রে অধ্যাপক বাপি সরেন। মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে কংগ্রেস বামেদের জন্য প্রার্থী না দিলেও আইএসএফ প্রার্থী দিয়েছে। মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে আইএসএফের প্রার্থী হাবিব শেখ।

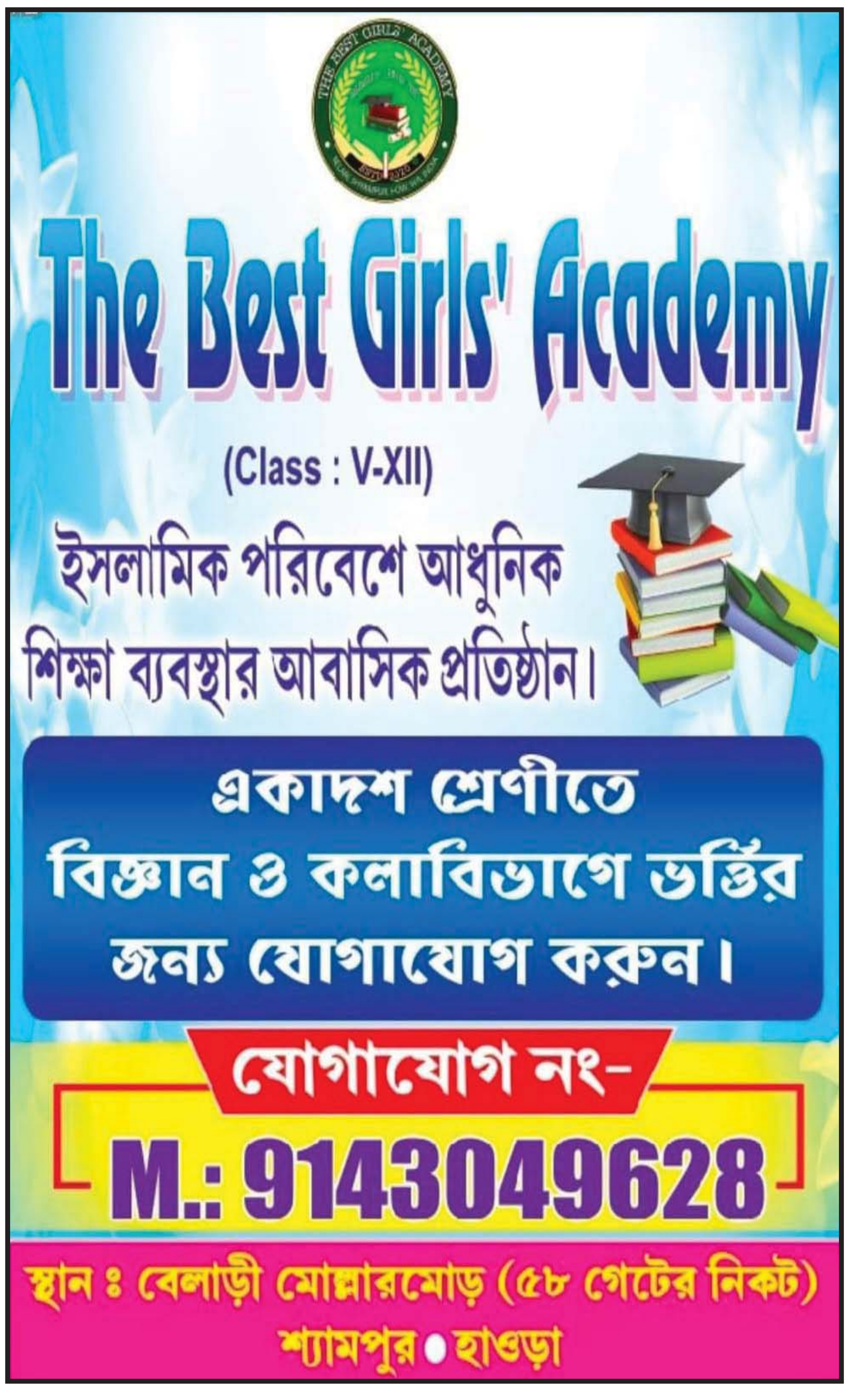

প্রথম নজর

রুট মার্চ সুন্দরবনের রায়দিঘীতে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● রায়দীঘি

আপনজন: মথুরাপুর লোকসভা আসনে ভোট হবে আগামী ১লা জুন অর্থাৎ শনিবার।আর তার আগে বৃহস্পতিবার সকালে রায়দিঘী থানার বকুলতলা শখের হাটে রুটমার্চ করলো কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। সাধারণ ভোটারদের মনোবল বাড়াতে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ঠেকাতে কাজ করছেন এই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। এই দিন কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে দেখা গেল রায়দিঘী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দেবর্ষি সিনহা,এস আই প্রশান্ত দাস সহ রায়দিঘী থানার পুলিশ আধিকারিকগণ। রায়দিঘীতে আসা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা জানান এর আগেও পশ্চিমবঙ্গের ভোটে তাদের বহাল করা হয়েছিল, বাংলা ভাষা না জানলেও তারা বুঝতে পারেন। তাই, কাজ করতে ভাষা তাদের কাছে বাধা হবে না। রায়দিঘীর বকুলতলায় এদিন রুটমার্চে থাকা এক বিএসএফের জওয়ান বলেন, ভোটের সময় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা আমাদের মূল কাজ। তাছাড়া ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যা নির্দেশ দেবেন সেটা আমরা পালন করব।

এক টাকায় এক মুঠো অন্ন কঙ্কালীতলায়

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূমের সতীপীঠ কঙ্কালীতলায় মাত্র এক টাকায় মিলছে দুপুরের পেট পুরে খাবার। দুঃস্থ, সাধু সন্ত, ও অসহায় মানুষদের কথা মাথায় রেখেই এই অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হল একান্ন পীঠের অন্যতম সতীপীঠ বীরভূমের কঙ্কালীতলায়। উদ্যোক্তা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান "টিম মামন"।বীরভূমের ৫১ পীঠের অন্যতম সতীপীঠ কঙ্কালীতলা। কঙ্কালীতলায় থাকেন অনেক সাধু সন্ত, দুস্থ ও অসহায় মানুষরা। এবার তাদের দুপুরের খাবারের কথা মাথায় রেখে এক অভিনব উদ্যোগ নিল বীরভূমের কঙ্কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মামুন শেখ। এক টাকার মূল্যে এবার কঙ্কালীতলায় পাওয়া যাচ্ছে দুপুরের খাবার।

ইউসুফের হয়ে ভোট করাবেন হুমায়ুন কবীর

রঙ্গিলা খাতুন ● বহরমপুর

আপনজন: নির্বাচনী প্রচারে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে এসে পৌঁছলেন রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তথা ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন সদস্য ইউসুফ পাঠান। ক্রিকেটের বাইশ গজ থেকে সোজা রাজনীতির অন্দরে। দু'বার বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানকে এবার বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হিসেবে বেছে নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। গত ১০ মার্চ ব্রিগেডের সভা থেকেই বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।
বৃহস্পতিবার দুপুরে বহরমপুরে তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ে পৌঁছবেন ভারতের হয়ে দু'বার বিশ্বকাপ জেতা তারকা ক্রিকেটার। খেলোয়াড় হিসাবে ইউসুফের পরিচিতি তাঁর ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে। রাজনীতির ময়দানে নেমে প্রথম থেকেই যাতে তিনি পরিচিত ঢঙে চালিয়ে 'খেলতে' পারেন, তা নিশ্চিত করতে চায় বহরমপুরের তৃণমূল। তাই ইউসুফ বহরমপুরে পা দেওয়া মাত্রই বড় আকারের জমায়েত করে 'খেলা হবে' স্লোগান তোলার পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে।
মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি, লোকসভার দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীর দখলে। তবে বহরমপুরের টার্নিং পিচে পাঠানের আসল লড়াই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা এখানকার টানা পাঁচ বারের সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরীর বিরুদ্ধে। সেই লড়াই যে সহজ হবে না, রাজনীতিতে সদ্য অভিষেক হওয়া পাঠান খুব ভাল জানেন। তবে ইউসুফের ভরসা আছে দলের উপর। তাঁর বিশ্বাস, দলগত ভাবে ভাল খেলেই জয় ছিনিয়ে আনতে হবে। যদিও দলের অন্দরে ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর যিনি এর আগে ইউসুফ পাঠানের প্রার্থীতার বিরোধিতা করেছিলেন এবং তাকে 'বহিরাগত' বলে অভিহিত করেছিলেন, তিনিই আজকের সভা থেকে ইউসুফের হয়ে তাকে সমর্থন করে বিপুল ভোটে জয় করার আহ্বান জানালেন হুমায়ন কবীর। অবশেষে দলের বিদ্রোহী বিধায়কের মান ভাঙালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকের সঙ্গে বৈঠকের পরেই ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে ইউসুফের হয়ে ভোট করাবেন বলেই জানিয়ে দিলেন হুমায়ুন কবীর।

এনআরসি আতঙ্কে আত্মঘাতী যুবক

জাহেদ মিস্ত্রি ● সোনারপুর

আপনজন: এনআরসি আতঙ্কে আত্মঘাতী হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের এক বাসিন্দা। তার নাম দেবাশীষ ওরফে গোপাল সেনগুপ্ত। সোনারপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভবানীপুরের বাসিন্দা। বছর সাতেক এখানে বসবাস করছেন। মামা দিলীপের কাছে প্রায়ই আসতেন। সম্প্রতি তার আধার কার্ড বাতিল হয়ে যায়। তাই এনআরসি নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল সে। এ নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করত। মঙ্গলবার সন্ধেবেলা মামার বাড়িতে আসে দেবাশীষ। আলোচনাও করেন আধারকার্ড বাতিল নিয়ে। মামা বুধবার সকালে কাজে বেরিয়ে যান তিনি প্রাইভেটে চাকরি করতেন। তিনি একাই বাড়িতে থাকেন। তার স্ত্রী মারা গিয়েছেন। একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। কাজ সেরে বাড়িতে ফিরে দেখেন ঘরের দরজা বন্ধ। বারবার ডাকাডাকি করেও আওয়াজ পাওয়া যায়নি। তারপর বাড়ির পেছনের জানলা দিয়ে দেখতে পাওয়া যায় ফ্যানের সাথে ঝুলছে। বিষয়টি সোনারপুর থানাকে জানানো হলে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে। আজ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। আত্মঘাতীর বাড়িতে সমবেদনা জানাতে যান যাদবপুরের তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষ ও কুনাল ঘোষ।

জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে ইউসুফ পাঠান বললেন, গুজরাত জন্মভূমি, বাংলা কর্মভূমি

সারিউল ইসলাম ● বহরমপুর

আপনজন: প্রার্থী তালিকায় নাম ঘোষণা হওয়ার পর বহরমপুরের মাটিতে পা রাখলেন ক্রিকেটার তথা বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ইউসুফ পাঠান।
বৃহস্পতিবার দুপুরে বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে জনসভায় উপস্থিত হন তিনি। কয়েক হাজার মানুষ সেখানে উপস্থিত হন ইউসুফ পাঠানকে দেখার জন্য।
পরবর্তীতে জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'গুজরাট আমার জন্মভূমি, কিন্তু বাংলা আমার কর্মভূমি। এই বাংলার কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের হয়ে আমি খেলেছি। সুতরাং, অনেক আগে থেকেই বাংলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে।' তিনি আরও বলেন, 'যারা আমাকে বহিরাগত বলছেন তাদেরকে বলতে চাই, প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি গুজরাটে হলেও তিনি নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশের বারানসি থেকে প্রতিদ্বন্দিতা করেন। রাহুল গান্ধিও কেরল থেকে দাঁড়ান। সমস্ত দলের বিভিন্ন নেতারা নিজেদের রাজ্যের বাইরে গিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তারা যদি বহিরাগত না হন তবে আমি বহিরাগত কিভাবে? তারাও ভারতের নাগরিক, আমিও ভারতের নাগরিক।'
ভাষা নিয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'মানুষের মনের ভাষা বোঝা জরুরি, মুখের ভাষা তো যখন ইচ্ছা শেখা যায়।'
পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ সিল্ক সহ জেলার বিভিন্ন ঐতিহ্যকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার কথা বলেন ইউসুফ পাঠান। এদিন অধীর প্রসঙ্গে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্যকে তুলে ধরে ইউসুফ বলেন, দাদা আগেই বলেছেন, অধীরের বিরুদ্ধে লড়া মানে ব্রেটলির বিরুদ্ধে ব্যাট করা। কিন্তু আমি প্রস্তুত আছি। সাংবাদিক বৈঠক শেষে এমনকি জনসভার স্টেজ থেকেও ইউসুফের মুখে উঠে এসেছে 'খেলা হবে' এবং 'জয় বাংলা' স্লোগান। কংগ্রেসের পাঁচবারের সাংসদ অধীর চৌধুরীকে কোণঠাসা করে বহরমপুরের মাটিতে পা রেখে বৃহস্পতিবার থেকেই নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন ইউসুফ পাঠান।

বদলি করা হল পূর্ব মেদিনীপুরসহ আরও তিন জেলার জেলাশাসককে

আনোয়ার হোসেন ● তমলুক

আপনজন: লোকসভা ভোটের ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে।দেশজুড়ে আদর্শ আচরণবিধি লাগু হয়ে গিয়েছে।আগামী ১৯ শে এপ্রিল প্রথম দফার লোকসভা ভোট।তাই প্রশাসনিক ক্ষমতা এখন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের আওতায়।প্রশাসনিক সব সিদ্ধান্তই নেবে নির্বাচন কমিশন।কয়ক দিন আগে রাজ্য পুলিশের ডিজি পদ থেকে রাজীব কুমারকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন।এ বার লোকসভা ভোটের আগে রাজ্যের চার জেলার জেলাশাসককে সরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন।জেলাগুলি হল পূর্ব মেদিনীপুর,পূর্ব বর্ধমান,ঝাড়গ্রাম এবং বীরভূম।কমিশন সূত্রে খবর,ওই চার জেলার জেলাশাসকেরা কেউই আইএএস ক্যাডারের অফিসার নন।তাঁরা ডব্লিউবিসিএস আধিকারিক।তাই তাঁদের জেলাশাসক পদ থেকে সরানো হল।অপরদিকে গুজরাতের দুই পুলিশ সুপার (এসপি)-কেও সরানোর নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।ওই দুই এসপি ছোট উদয়পুর এবং আমদাবাদ গ্রামীণ জেলার দায়িত্বে ছিলেন।বৃহস্পতিবার সরানো হয়েছে পঞ্জাবের পঠানকোট ফাজ়িলকা,জালন্ধর গ্রামীণ এবং মালেরকোটলা জেলার চার পুলিশকর্তাকে।তা ছাড়াও ওড়িশার ঢেনকানলের জেলাশাসক এবং দেওগড় এবং কটক গ্রামীণের পুলিশ সুপারকে সরাতে নির্দেশ দেয় কমিশন। কমিশনের বিবৃতিতে বলা জানানো হয়েছে, অনতিবিলম্বে পঞ্জাবের ভাতিন্ডার এসপি এবং অসমের শোনিতপুরের এসপিকে অন্যত্র বদলি করতে হবে।এই দুই পুলিশ আধিকারিকের পরিবারের সঙ্গে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে বলে জানতে পেরেছে কমিশন।গত শনিবার লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পাশাপাশি দেশ জুড়ে আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি জারি করার কথা জানিয়েছিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। তার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই অপসারণ করা হয় আইপিএস আধিকারিক রাজীবকে পাশাপাশি গুজরাত,উত্তরপ্রদেশ, বিহার,ঝাড়খণ্ড,হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ডের স্বরাষ্ট্রসচিবকেও অপসারণের নির্দেশ দেয় কমিশন। সরানো হয় মিজোরাম,হিমাচল প্রদেশের জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিপার্টমেন্টের সচিবকেও। ৪ জেলার ডিএম গত ৩১ জানুয়ারি পূর্ব বর্ধমান থেকে বদলি হয়ে বীরভূমের জেলাশাসক পদে এসেছিলেন পূর্ণেন্দু মাজি। কিন্তু ২ মাস যেতে না যেতেই আবারও এল বদলির নির্দেশে। অন্যদিকে ঝাড়গ্রামে বদলি করা হল পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক তনবীর আফজলকে অন্যদিকে এতদিন ঝাড়গ্রামে ডিএম ছিলেন সুনীল আগরওয়াল।এতদিন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক ছিলেন বিধান চন্দ্র। তাঁকেও সরিয়ে দিয়েছে কমিশন।

বাসুদেবপুর স্টেশন রোডে ভাঙল রেলগেট

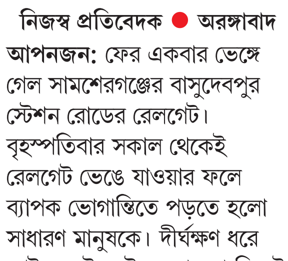

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ফের একবার ভেঙ্গে গেল সামশেরগঞ্জের বাসুদেবপুর স্টেশন রোডের রেলগেট। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রেলগেট ভেঙে যাওয়ার ফলে ব্যাপক ভোগান্তিতে পড়তে হলো সাধারণ মানুষকে। দীর্ঘক্ষণ ধরে আটকে রইল ট্রেন। আর যা নিয়েই কার্যত রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাধারণ মানুষ। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে সামসেরগঞ্জের বাসুদেবপুর হল্ট স্টেশন সংলগ্ন রেলগেট পড়ার সময় টোটো পারাপার হতে গিয়েই টোটোর সঙ্গে ধাক্কায় ভেঙে যায় রেলগেটটি। রেলগেট ভেঙে যাওয়ার ফলে ব্যাহত হয় যান চলাচল। আটকে পরে ট্রেন। যদিও বেশ কিছুক্ষণ পর রেল দপ্তরের কর্মী এসে পুনরায় আরও একটি রেলগেট লাগানোর ব্যবস্থা করেন বাসুদেবপুরে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এক বছরের মধ্যেই তিনবার ভেঙে পড়ল এই রেল গেটটি। একই রেলগেট বারবার কেন ভাঙছে। স্বাভাবিক কারণেই রেলগেটের মান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তারা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গঙ্গাদূষণ রোধে সচেতনতা কর্মসূচি

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: আধুনিক সভ্যতার করাল গ্রাসে গঙ্গা নদী অসহায় ও করুণার প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেজন্য গঙ্গা নদীকে দূষণমুক্ত রাখার জন্যে এবং তা সঠিক ভাবে ব্যবহারের উপযোগিতা করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের "নমামী গঙ্গে" প্রজেক্টের আওতাধীন ও রাজ্য সরকারের ডব্লিউএসপিএমজি রূপায়ণে ও হাওড়া জেলা গঙ্গা কমিটির সহায়তায় এবং উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক প্রশাসনের আয়োজনে নদী দূষণ সচেতনায় স্বচ্ছতা পাকওয়াড়া শিরোনামে একটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় হীরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কাঞ্জিয়াখালি হীরাগঞ্জা কাঁটাখালি ফেরী ঘাট সংলগ্ন এলাকায়। গঙ্গাদূষণ রুখতে ও দূষণ নিয়ে মানুষ সচেতন করার উদ্দেশ্যেই এই প্রশাসনিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। এই দিন অনুষ্ঠানের কর্মসূচী অনুযায়ী ঝাঁটা হাতে স্বচ্ছতা অভিযানে নেমে পড়েন বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক। বিডিও জানান,বর্তমান সময়ে যেভাবে গঙ্গাদূষণ হয়ে পড়ছে সেটা খুবই চিন্তার একটা বিষয়।

মৌসুনি দ্বীপে সামগ্রী বিতরণ

মনজুর আলম ● মৌসুনি দ্বীপ

আপনজন: বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার মৌসুনি দ্বীপে মেঘনা হেলথ কেয়ারের উদ্যোগে প্রায় ১০০ জন গরিব অসহায় রোজাদারদের ইফতার সামগ্রী বিতরণ করলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা মেঘনা হেলথ কেয়ারের কর্মকর্তা আকরাম হোসেন সরদার। সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ডক্টর রাকিব হাসান, জাকির হোসেন, সিরাজুল হকের মত মানুষদের। তারই পাশাপাশি শীতের সময় শীত বস্ত্র বিতরণও করে থাকেন। আজ এই ইফতার সামগ্রীতে ছিল ছোলা, চিনি, খেজুর, মুড়ি ও শিমাই। এইসব খাদ্য সামগ্রী পেয়ে খুশি মৌসুনি গ্রাম পঞ্চায়েতের রোজাদাররা।

বিদ্যালয়ের ইটের দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু এক যুবকের

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: স্কুলের প্রাচীর চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। কেশপুরের গুনহারা গ্রামের ঘটনা।মৃত যুবকের নাম সেখ আজহারুল আলী(১৭)। ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে বুধবার বিকাল ৪টা নাগাদ কেশপুরের গুনাহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হয় ওই গ্রামের এক যুবকের। স্থানীয়রা উদ্ধার করে প্রথমে কেশপুর গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে মেদিনীপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন ।। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই বিদ্যালয়ের গেট সংলগ্ন প্রাচীরের পাশে কয়েকজন কিশোর ছিল। বৃষ্টি ও ঝড়েতে ওই বিদ্যালয়ের পাঁচিলের কিছু অংশ বসে গিয়েছিল। হঠাৎ করে প্রাচীর ও গেট ভেঙে পড়ে । বাকিরা দৌড়ে পালিয়ে যায় কিন্তু ওই যুবকের শরীরের নিচের অংশেতে পড়ে যায়। স্থানীয়রা উদ্ধার করে প্রথমে কেশপুর গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায় । এই ঘটনায় এলাকায় চোখের ছায়া নেমে আসে। এই ঘটনার জন্য কেশপুর ব্লক প্রশাসন ইতিমধ্যেই ১০ হাজার টাকা উক্ত পরিবারকে দিয়েছে। বিডিও কৌশিশ রায় জানিয়েছেন,বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর থেকে এক্স গ্রাসীয়া হিসেবে দু লাখ টাকা দেওয়া হবে এবং বিদ্যালয়ের প্রাচীর ও গেট নতুন করে নির্মাণ করার জন্য আবেদন জেলা প্রশাসনের কাছে পাঠানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে কেশপুরের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌমিক সিংহ, বি ডি এম ও কৌশিক অধিকারী, তৃণমূল ব্লক সভাপতি প্রদ্যুৎ পাঁজা, কেশপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন গড়াই,মন্ত্রী শিউলি সাহার প্রতিনিধি সমাপ্তি রায়, সাংসদ দেবের প্রতিনিধি সঞ্জয় পান সহ অন্যান্যরা মৃতর বাড়িতে গিয়ে সমবেদনা জানিয়ে আসেন।

চোলাই মদ ও বাইক সহ গ্রেফতার

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষিত হওয়ার আগে থেকেই ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী এলাকায় বাড়ানো হয়েছে পুলিশের নজরদারি। সেইসাথে রয়েছে নাকাচেকিং। ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী এলাকা সহ অন্যান্য প্রান্ত থেকেও যেন কোন বেআইনি বা অবৈধ কাজকারবার না চলে সে বিষয়ে পুলিশ প্রশাসন সজাগ।যদিও এবিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার স্বার্থে ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী বীরভূমের কয়েকটি থানা এবং ঝাড়খণ্ডের কয়েকটি থানার আধিকারিকদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় লোকপুর থানায়। সেরূপ কড়া নজরদারি চালাতেই লোকপুর থানার ধাসুনিয়া নাকাচেকিং পোস্টে বৃহস্পতিবার এক ব্যাক্তিকে আটক করে স্থানীয় থানার পুলিশ। জানা যায় ধৃত ব্যক্তির নাম স্বপন বাউড়ি। বাড়ি ঝাড়খণ্ডের বাগডহরী থানার মুড়াবেড়িয়া গ্রামে। এদিন মোটরসাইকেল করে প্রায় চল্লিশ লিটার চোলাই মদ নিয়ে যাবার পথে পুলিশের জালে আটকে পড়ে। চোলাই মদ ও মোটরসাইকেল বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে আসে। সেইসাথে ধৃতকে দুবরাজপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ৭ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বলে জানা যায়।

বিডিওকে স্মারকলিপি অস্থায়ী পঞ্চায়েত কর্মীদের

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনে কাজ থেকে বিরত থাকার আবেদন জানালেন মগরাহাট দু নম্বর ব্লকের ১৪টি পঞ্চায়েতের চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কর্মীরা। বৃহস্পতিবার মগরাহাট দু নম্বর ব্লকের বিডিও তুহিন শুভ্র মহান্তি হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন তাঁরা। ওই কর্মীদের দাবি, প্রতিবার নির্বাচনে তাঁদের নানা কাজে ব্যবহার হয়। অথচ নির্বাচনের কাজে যুক্ত থাকার সময় কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তাঁদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেই। এই বিষয়ে মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকের মোট ৩০জন কর্ম বিরতির আবেদন জানিয়ে বিডিও অফিসে স্মারকলিপি প্রদান করে।নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, কোনও চুক্তিভিত্তিক কর্মীকে নির্বাচনের কাজে লাগানো যাবে না। তাহলে তাঁদের নির্বাচনের কাজে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কেন? যদি তাঁদের নির্বাচনের কাজে যুক্ত করতেই হয়, তার আগে তাঁদের স্থায়ী কর্মীর মর্যাদা দিয়ে পে-স্কেলে আনা হোক। এমনই দাবি করে মগরাহাট-২ ব্লকের বিডিওর কাছে স্মারকলিপি দিলেন মগরাহাট-২ এর এমজিএনআরইজিএস সেলের চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা। এক কথায়, লোকসভা ভোটের মুখে সরকারকে চাপে রাখতে নির্বাচনের কাজ থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন তাঁরা। এ বিষয়ে মগরাহাট-২ ব্লকের বিডিও তুহিন শুভ্র মহান্তি বলেন, "ওঁদের স্মারকলিপি যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নেবে।"
মগরাহাট-২ ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মগরাহাট ২ পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে একশো দিনের প্রকল্পে অনেকেই চুক্তিভিত্তিক কাজ করে থাকেন। অনেকে ১০ থেকে ১৫ বছরের বেশি কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। এচাড়া ছাড়াও ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরের রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বহু প্রকল্পের কাজ করেন তাঁরা। গত নির্বাচনগুলিতেও তাঁদের ভোটের কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের দাবি, স্থায়ী কর্মীদের মতো দায়িত্ব পালন করেও তাঁদের স্থায়ী কর্মীর মর্যাদা দেওয়া হয়নি। বারবার দাবি করা সত্ত্বেও তাঁদের দাবিকে অগ্রাহ্য করা বিক্ষোভকারীদের হয়েছে। গোবিন্দ প্রামানিক, কৃষ্ণেন্দু ঘোষ বলেন, "আমরা এমজিএনআরইজিএস সেলের চুক্তিভিত্তিক কর্মী। অথচ আমাদের রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের সমস্ত প্রকল্পের কাজ করতে হয়।

কৃষ্ণনগরে মদের কাউন্টার বন্ধের দাবিতে কোতোয়ালি থানার বিক্ষোভ

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়অ

আপনজন: কৃষ্ণনগরে মদের কাউন্টার বন্ধের দাবিতে কোতোয়ালি থানার বিক্ষোভ এলাকাবাসীদের। তেঘরিয়া পাড়া এলাকার একটি মদের কাউন্টারে গত ৩ মাস আগে এক যুবকের মৃত্যু ঘিরে উতপ্ত হয়ে ওঠে এলাকায় । গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে ওই মদের কাউন্টারে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ করে মদের দোকানটি বন্ধ করে দেয় এলাকার বাসিন্দা। তাপসী বিশ্বাস বলেন, রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করার সময় মদ্যপান অবস্থায় আমাদেরকে কটুক্তি করে এবং স্কুল স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে শুরু করে যাতায়াতের জনবসতি রাস্তা এবং মদের কাউন্টারের খুব কাছাকাছি রয়েছে একটি স্নানের ঘাট মধ্যক্যের অত্যাচারে এলাকায় চলাফেরা দিনে দিনে জটিল হয়ে পড়েছে বলে জানান বাসিন্দারা।বাধ্য হয়ে পথে নেবে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে এলাকার সাধারণ মহিলারা।সেই বিক্ষোভ এসে পৌঁছয় কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানায়।অভিযোগ এর আগে যখন থানায় অভিযোগ জানাতে আসেন এলাকার মহিলারা সেই সময় কোন অভিযোগ নেওয়া হয়নি বলে জানায়।
বৃহস্পতিবার এসেছিল অভিযোগ জানাতে বিক্ষোভ করে কৃষ্ণনগর কোতয়ালী থানার গেটের সামনে দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখে । কারণ ওই মদের কাউন্টারের মালিক দোকান খুলতে এলে মহিলাদের মারধর ও শিলতা হানি করে বলে অভিযোগ । তবে এবারও এত কিছু পরেও পুলিশ অভিযোগ নিতে রাজি হননি। তবে পরবর্তী সময় পরিস্থিতির চাপে এক প্রকার বাধ্য হন পুলিশ অভিযোগ নিতে।মহিলাদের একটাই বক্তব্য ওইখানে মদের কাউন্টার করা যাবে না বলে জানান।পাশাপাশি জানান যদি তাদের দাবি না মানে সরকার তাহলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন মহিলারা।

প্রথম নজর

ইন্দোনেশিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট প্রবোও সুবিয়ানতো

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম গণতন্ত্র ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন প্রবোও সুবিয়ানতো। বুধবার দেশটির নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে এ ঘোষণা দিয়েছে।
সুবিয়ানতো ৫৮.৬ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। জাকার্তার সাবেক গভর্নর অ্যানিস বাসওয়েদান পেয়েছেন ২৪.৯ শতাংশ ও সেন্ট্রাল জাভার সাবেক গভর্নর গাঞ্জার প্রনোভো পেয়েছেন ১৬.৫ শতাংশ।
তার প্রতিদ্বন্দ্বী আনিস ও গাঞ্জার নির্বাচনের সময় অনিয়ম ও জালিয়াতির অভিযোগ নিয়ে সাংবিধানিক আদালতে অভিযোগ জমা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে প্রাবোওর আইনী দল নিশ্চিত, তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও বড় ব্যবধানে জয়ের কারণে এ অভিযোগ আদালতে টিকবে না।
ইন্দোনেশিয়ার সরকারি ফল ঘোষণার পরের তিন দিনের মধ্যে নির্বাচনী বিরোধগুলো আদালতে উত্থাপন করার সুযোগ থাকে। অন্য দুই প্রার্থী প্রেসিডেন্ট জোকো উইডোডোর ছেলের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর মতো নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় জালিয়াতি ও অনিয়মের অভিযোগ করেছেন। জনপ্রিয় বিদায়ী রাষ্ট্রপতি তার দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পালন করছেন। তবে তিনি নির্বাচনে অংশ নিতে পারেননি। কিন্তু তার ছেলের প্রার্থিতাকে সুবিয়ান্তোর জন্য তার নির্লজ্জ সমর্থনের চিহ্ন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
৭২ বছর বয়সী সুবিয়ানতো তার তৃতীয় প্রচেষ্টায় প্রেসিডেন্ট পদে জয়ী হবেন বলে ব্যাপকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। ট্রানজিশন পিরিয়ডের পর অক্টোবরে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেবেন তিনি।
বিশেষজ্ঞদের মতে তার জনপ্রিয়তা বেড়েছে কারণ চমৎকার বক্তৃতা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের প্রমাণ ও উইডোডোর সমর্থনের কারণে তিনি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছেন।

পাকিস্তানে নতুন সরকার ৫ থেকে ৬ মাস টিকবে: ইমরান খান

আপনজন ডেস্ক: কারাবন্দি পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান বলেছেন, নতুন সরকার পাঁচ থেকে ছয় মাসের বেশি টিকবে না। এজন্য পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) মন্ত্রিসভায় যোগ দেয়নি।
বুধবার রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) সিকান্দার সুলতান রাজাকে 'মিথ্যাবাদী' আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, নির্বাচনে অনিয়ম নিয়ে নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের পাঁচটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পরও সিইসি এখনো দায়িত্ব পালন করছেন।
পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পূর্বাভাস দিয়ে ইমরান খান দাবি করেন, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সঙ্গে নতুন বেলআউট প্যাকেজ স্বাক্ষরের পরে মুদ্রাস্ফীতির নতুন ঢেউ পাকিস্তানে আঘাত করবে।
এ সময় ইমরান জানান, আগামী ২৩ মার্চ অনুষ্ঠেয় পিটিআইয়ের আসন্ন জনসভায় নির্বাচনে কারচুপির শিকার সব রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানাবে তার দল।

মক্কায় উপচে পড়া ভিড়, নামাজ পড়া নিয়ে বিশেষ নির্দেশনা

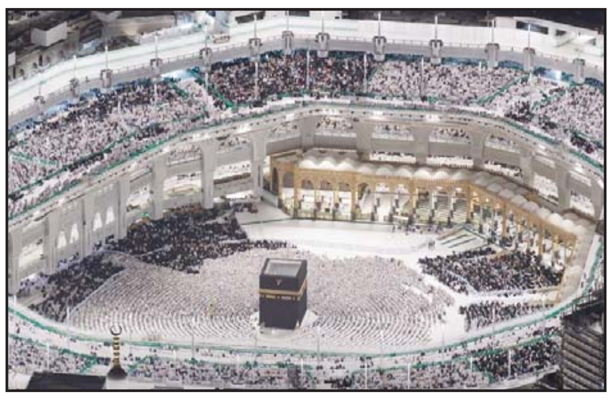

আপনজন ডেস্ক: রমজান মাসে ওমরাহ করতে অসংখ্য মুসলিম সৌদি আরবের মক্কায় অবস্থান করছে। এ সময় পবিত্র মসজিদুল হারামে মুসল্লিদের চাপ কমাতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে সৌদি সরকার। এবার মুসল্লিদের মক্কার হারাম সীমান্তের যেকোনো মসজিদে নামাজ পড়তে উৎসাহিত করা হয়।
এর আগে পবিত্র কাবাঘরের সামনের স্থান ছাড়া মসজিদের অন্য স্থানে নামাজ পড়তে বলা হয়। এরপর রমজান মাসে একাধিক ওমরাহ পালনে বারণ করা হয়।
সম্প্রতি এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে মক্কা নগর ও পবিত্র ভূমি বিষয়ক রয়েল কমিশন 'আল অব মক্কা ইজ হারাম' শীর্ষক একটি ক্যাম্পেইন চালু করে। রয়েল কমিশন হারাম সীমানার মধ্যে যেকোনো মসজিদে নামাজ পড়ার ওপর জোর দিচ্ছে। মক্কার বাসিন্দা, দর্শনার্থী, ওমরাহযাত্রীসহ সবার উদ্দেশে বলা হয়, 'হারাম সীমান্তের মধ্যে পুরো এলাকার যেকোনো মসজিদে নামাজ পড়লে বড় সওয়াব পাওয়া যেতে পারে।
রয়েল কমিশন বিবৃতিতে জানায়, মক্কায় যে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি মুসল্লিরা উপলব্ধি করেন তা শুধু গ্র্যান্ড মসজিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা হারাম সীমান্তের মধ্যে অন্য মসজিদও বিশেষ এই প্রতিদান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন–মক্কার আয়েশা আল-রাজি মসজিদ, আল-বালাদ আল-আমিন কমপ্লেক্স মসজিদ, আবদুল কাদির আল-নুসাইর মসজিদ, আল-মুহাজিরিন মসজিদ, কিং আবদুল আজিজ মসজিদ, প্রিন্সেস ফাহদা আল-সুদাইরি মসজিদ, শেখ ইবনে বাজ মসজিদ।
উল্লেখ্য, ইসলামে মক্কার নিষিদ্ধ তথা সম্মানিত এলাকাকে হারাম বলা হয়। হারামের সীমানার মোট আয়তন ৫৬০ বর্গকিলোমিটার। এর ভৌগোলিক সীমারেখা হলো, মক্কার উত্তরে পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত আল-তানিম বিস্তৃত। আর পশ্চিমে জেদ্দা গভর্নরেটের দিকে ১৮ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণে আরাফাতের ময়দান থেকে পবিত্র মসজিদুল হারামের দিকে ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এবং পূর্বে জারানার দিকে ১৪.৫ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত।

বাইডেনের রমজান ও ঈদ উদযাপন অনুষ্ঠান বর্জনের ঘোষণা মুসলিমদের

আপনজন ডেস্ক: চলতি বছর হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের রমজান ও ঈদ উদযাপন অনুষ্ঠান বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম দলগুলো। ইসরায়েলের প্রতি জো বাইডেনের সমর্থনে ক্ষুব্ধ আমেরিকান মুসলিমরা বলেছেন, তারা প্রশাসনের কাছে গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির জন্য চাপ দেওয়ার দাবি অব্যাহত রেখেছেন।
কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশন্সের (সিএআইআর) গভর্নমেন্ট অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের পরিচালক রবার্ট ম্যাককাও বলেন, বাইডেনের ঈদ উদযাপন অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ এলে আমেরিকান মুসলিম কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনগুলো তা প্রত্যাখ্যান করবে তা বোঝা যাচ্ছে।
প্রশাসন হোয়াইট হাউসে রমজানের অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেওয়ার কথা বিবেচনা করছে বলে গণমাধ্যমের প্রকাশিত খবরে প্রেস সেক্রেটারি কারিন জাঁ-পিয়ের বলেন, পবিত্র মাস-সম্পর্কিত কোনো উদযাপনের ঘোষণা দেওয়া হয়নি।
সোমবার গণমাধ্যমকে তিনি তার প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন, আমরা বুঝতে পারছি যে, বেশ কয়েকটি সম্প্রদায়ের জন্য এটি একটি বেদনাদায়ক সময়। হোয়াইট হাউসের উর্ধতন কর্মকর্তারা 'তাদের মতামত নিয়ে কথা বলতে, তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করতে' আরব, মুসলিম ও ফিলিস্তিনি সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেছেন। আমরা এটিকে স্বাগত জানাই। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এক বিবৃতিতে বলেন, চলতি রমজানে ফিলিস্তিনি জনগণের দুর্ভোগ অনেক মুসলমানের মনেই গেঁথে থাকবে। আমার মনে ও গেঁথে আছে।
এ বছরই প্রথম নয়। এর আগেও হোয়াইট হাউসে রমজান মাস নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। ক্ষমতার প্রথম বছরেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রমজানে কোনো আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করেননি। ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার বিষয়ে প্রচারণা চালিয়েছিলেন এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো থেকে অভিবাসন নিষিদ্ধ করে একাধিক নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছিলেন। গাজায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে বৈরিতা বেড়ে যাওয়ায় ২০২১ সালের মে মাসে বাইডেনের ভার্চুয়াল ঈদ উদযাপন বয়কট করেন অনেক আমেরিকান মুসলিম। ওই দফার সহিংসতায় ২৬০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হন বলে জানিয়েছিল জাতিসংঘ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আবারো মধ্যপ্রাচ্য সফরে ব্লিঙ্কেন

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল-হামাসের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মধ্যপ্রাচ্য সফর করছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। বুধবার (২০ মার্চ) সৌদি আরব অবতরণের মধ্য দিয়ে তার এই সফর শুরু হয়েছে। এরপর তিনি মিসর ও ইসরায়েল সফর করবেন। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বুধবার সৌদি আরব সফর শেষে বৃহস্পতিবার মিসর যাবেন ব্লিঙ্কেন। জেদ্দা ও কায়রোতে গাজায় যুদ্ধ নিয়ে আরব নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর শুক্রবার তেল আবিবে তিনি অবস্থান করবেন। গাজা যুদ্ধ নিয়ে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের মধ্যে একাধিক ফোনালাপ ও নির্ধারিত সফরের মধ্যেই এই নতুন কূটনৈতিক উদ্যোগে নেমেছেন ব্লিঙ্কেন।
সংঘাতের পরিস্থিতি ও ইসরায়েলি আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেছেন, জিম্মিদের মুক্ত করার জন্য চলমান আলোচনা নিয়ে ইসরায়েল সরকারের নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করবেন ব্লিঙ্কেন। গাজায় হামাসকে নির্মূলের প্রয়োজনীয়তা, বাস্তবে বেসামরিকের সুরক্ষা ও ত্রাণ বিতরণ বাধাগ্রস্ত না করা এবং ইসরায়েলের সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে তিনি আলোচনা করবেন।

পদত্যাগ করেছেন ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট

আপনজন ডেস্ক: দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র এক বছর পর পদত্যাগ করেছেন ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট ভো ভ্যান থুং। নিজ প্রদেশে একটি দুর্নীতি কেলেঙ্কারির সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে তিনি পদত্যাগ করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। বুধবার ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির বৈঠকের পর এক বিবৃতিতে দেশটির সরকার জানায়, থুং পার্টির নীতি ভেঙেছেন এবং ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছেন।

মায়ানমারের জান্তা অস্তিত্বগত হুমকির সম্মুখীন: জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ

আপনজন ডেস্ক: মায়ানমারের জান্তা ইতিমধ্যে একটি 'অস্তিত্বগত হুমকির' সম্মুখীন হয়েছে। বিশ্ব সমন্বিত নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে 'দুঃস্বপ্নের' মতো জান্তা শাসনের অবসান ঘটাতে সাহায্য করতে পারে। দেশটিতে জাতিসংঘের বিশেষ দূত বুধবার এ কথা বলেছেন।
টম অ্যান্ড্রুজ বলেছেন, জান্তা বাহিনীর মধ্যে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা, সেই সঙ্গে দলত্যাগ, আত্মসমর্পণ ও নিয়োগসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জগুলোর কারণে সেনার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, যা 'মায়ানমারের সামরিক বাহিনীর জন্য অস্তিত্বের হুমকি' হয়ে দাঁড়িয়েছে।
তিনি আরো বলেন, 'যারা মায়ানমারে শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারের জন্য জান্তার সঙ্গে বাজি ধরেছে, তারা হেরে যাওয়ার বাজি রেখেছে।'
অং সান সু চির গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে জান্তা ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশটির ক্ষমতায় আসে। এর মাধ্যমে গণতন্ত্রের সঙ্গে দেশটির ১০ বছরের সম্পর্ক শেষ হয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতিটিকে রক্তাক্ত অশান্তিতে নিমজ্জিত করে। দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত জাতিগত বিদ্রোহী গোষ্ঠী ও নতুন গণতন্ত্রপন্থী পিপলস ডিফেন্স ফোর্সের সঙ্গে জান্তা তার শাসন টিকিয়ে রাখতে সংগ্রাম করছে।
অ্যান্ড্রুজ বলেন, 'জান্তা দেশের সহিংসতা, অস্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক অবনতি ও অনাচারের প্রধান চালক।'
সাবেক মার্কিন কংগ্রেসম্যান ও মায়ানমারের মানবাধিকার পরিস্থিতির বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার বলেন, আর্থিক প্রবাহের ওপর বিধি-নিষেধ এবং সামরিক কাজে ব্যবহারের জন্য সরঞ্জামের ওপর নিষেধাজ্ঞাগুলো জান্তার কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে। জেনেভায় একটি সংবাদ সম্মেলনে তিনি সিঙ্গাপুরের উদাহরণ দেন। দেশটি সামরিক কাজে ব্যবহারের জন্য সরঞ্জাম বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে এবং গত বছর এ ধরনের স্থানান্তর ৮৩ শতাংশ কমেছে।
তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, জান্তাকে অস্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় সরবরাহকারী রাশিয়া ও চীনের ক্ষেত্রে এ রকম ছিল না। জান্তাকে আর্থিকভাবে দমিয়ে রাখতে আরো কিছু করা যেতে পারে বলেও মন্তব্য করেন অ্যান্ড্রুজ। তিনি বলেন, 'আমরা কিভাবে নিষেধাজ্ঞাগুলো প্রয়োগ করছি তাতে আমাদের একটি মৌলিক পরিবর্তন হওয়া দরকার। আমাদের সমন্বিত ও ফোকাসড উপায়ে এটি করতে হবে।'
অ্যান্ড্রুজ জাস্তা ও বাকি বিশ্বের মধ্যে ব্যাংকিং ও আর্থিক সম্পর্কের তদন্ত করছেন এবং এ বছরের শেষের দিকে এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করার আশা করছেন।
তিনি মায়ানমারের ভাগ্যের প্রতি বিশ্বব্যাপী মনোযোগের অভাবের বিষয়েও সতর্ক করেছিলেন। কারণ বিশ্ব অন্যান্য সংঘাতের দিকে মনোনিবেশ করছে। তিনি বলেন, 'জান্তা মাশরুমের মতো : তারা অন্ধকারে উন্নতি লাভ করে। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, একটি গণতান্ত্রিক, মানবাধিকার সম্মানপূর্ণ মায়ানমারের জন্য ভিত্তি স্থাপন করা। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় হিসেবে দেশের অভ্যন্তরে জনগণকে সমর্থনে আমাদের আরো অনেক কিছু করতে হবে, তবে আমরা যদি তা করি...আমরা এই দুঃস্বপ্নের অবসানের খুব কাছাকাছি যেতে পারব।'

গাজায় যুদ্ধ চলবে: নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলি আগ্রাসন ও যুদ্ধে ২৮ হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু।
গাজায় যুদ্ধ চলমান থাকবে বলে যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান সিনেটরদের জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। বুধবার ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এমনটি জানান। মার্কিন রিপাবলিকান এক সিনেটর বলেন, আমরা যুদ্ধ, জিম্মিদের মুক্তি ও হামাসকে পরাজিত করার প্রচেষ্টার বিষয়ে তাকে (নেতানিয়াহু) আপডেট জিজ্ঞাসা করেছি। আমরা তাকে বলেছিলাম, ইসরায়েলের আত্মরক্ষা করার অধিকার রয়েছে। তিনি বলেছেন- তারা ঠিক এটিই করে চলেছে।
বুধবার মার্কিন রিপাবলিকান সিনেটরদের সাথে ভার্চুয়াল কলে নেতানিয়াহু গাজায় মৃতের সংখ্যা ২৮ হাজার বলে উল্লেখ করেছেন বলে সিনেটর জোশ হাওলি মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেছেন।
সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে, নেতানিয়াহুর বক্তব্যে প্রকাশিত নিহতের এই পরিসংখ্যানটি গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত পরিসংখ্যানের তুলনায় চার হাজার কম। বুধবার নিজেদের সর্বশেষ আপডেটে অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গাজায় ইসরায়েলের ৫ মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা নৃশংস আগ্রাসনে এখন পর্যন্ত অন্তত ৩১ হাজার ৯২৩ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।
নেতানিয়াহুর এই কনফারেন্সের এক সপ্তাহ আগে মার্কিন সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা চাক শুমার ইসরাইলে আগাম নির্বাচন দেওয়ার আহ্বান জানান। ওই সময় তিনি বলেন, বিশ্বব্যাপী 'একঘরে' হওয়ার ঝুঁকিতেও রয়েছে ইসরায়েল।

সেহেরী ও ইফতারের সময়
সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১৬মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৩ মি.

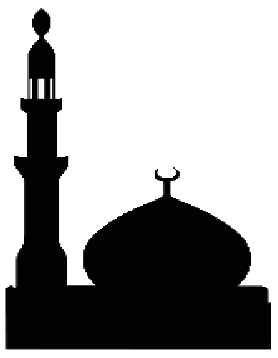

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১৬	৫.৩৮
যোহর	১১.৪৮	
আসর	৪.০৬	
মাগরিব	৫.৫৩	
এশা	৭.০৩	
তাহাজ্জুদ	১১.০৬	

পাকিস্তানের বন্দরে হামলায় নিহত ৮

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের গোয়াদর সমুদ্র বন্দর কর্তৃপক্ষ কমপ্লেক্সে হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসীরা। এ সময় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ৮ সন্ত্রাসী নিহত হয়েছেন।
বুধবার আরব নিউজ বেলুচিস্তানের সরকারি কমিশনার সাঈদ আহমেদ উমরানির বরাতে জানায়, অস্ত্র ও বোমায় সজ্জিত সন্ত্রাসীরা বন্দরের বাইরের একটি কমপ্লেক্সে হামলা চালায়। সেখানে সরকারি দফতর, গোয়েন্দা সংস্থা এবং আধাসামরিক বাহিনীর কার্যালয় রয়েছে।

গাজায় যুদ্ধবিরতির আহ্বানে জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রস্তাব

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় 'তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতির' আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলে একটি খসড়া প্রস্তাব জমা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেছেন, এই প্রস্তাব ইসরায়েলি জিম্মি মুক্তির সাথে যুক্ত। ব্লিঙ্কেন এখন মধ্যপ্রাচ্য সফরে রয়েছেন। তিনি ইসরায়েলে যাত্রাবিরতি করবেন।
ইসরায়েলের প্রধান সমর্থক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ছয় মাস চলমান গাজা যুদ্ধের বিষয়ে জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলের পূর্ববর্তী ভোটগুলিতে ভেটো দিয়েছে।
সম্প্রতি আলজেরিয়া একটি খসড়া যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব জমা দেয়। সেই প্রস্তাবে 'তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতি' কথা ছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র 'তাৎক্ষণিক' যুদ্ধবিরতির আপত্তি জানিয়ে ভেটো দেয়।
তবে ওয়াশিংটন তার মিত্রের উপর সম্প্রতি চাপ বাড়িয়েছে এবং জোর দিয়ে বলেছে, ইসরায়েলের ওপর হামলার সময় আটক জিম্মিদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।
তিনি বলেন, আমাদের কাছে একটি প্রস্তাব রয়েছে যা আমরা জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলের সামনে এই মুহূর্তে উত্থাপন করেছি। এটা জিম্মি মুক্তির সাথে সম্পর্কিত। একইসঙ্গে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান রয়েছে প্রস্তাবে। আমরা আশা করি বিশ্বের দেশগুলো এটা সমর্থন করবে।

ইন্দোনেশিয়া উপকূলে নৌকাডুবি, ৫০ রোহিঙ্গার মৃত্যুর শঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: ইন্দোনেশিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় আচেহ প্রদেশে রোহিঙ্গাদের বহনকারী একটি কাঠের নৌকা ডুবে গেছে। এতে প্রায় ৫০ রোহিঙ্গা শরণার্থীর মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। নৌকাটিতে ১৫০ জনের মতো যাত্রী ছিলেন।
বুধবার প্রদেশটির কুয়ালা বুবোন সৈকত উপকূলরেখা থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার (১৬ মাইল) দূরে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। নৌকাটিতে কয়েক ডজন রোহিঙ্গা মুসলিম শরণার্থীকে ছিলেন। মার্কিন বার্তা সংস্থা এপি এই খবর জানিয়েছে।
জেলেরা নৌকাটিতে থেকে চার নারী ও দুই পুরুষসহ ছয়জনকে উদ্ধার করে তাদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে তারা জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআরের প্রতিনিধি ফয়সাল রহমানের সঙ্গে কথা বলেন।
রহমান বলেন, উদ্ধার হওয়া জীবিতরা তাকে বলেছেন, অনেকেই পানিতে ডুবে মারা গেছেন।
তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, হতাহতের সঠিক সংখ্যা আমরা নিশ্চিত করতে পারছি না। তবে উদ্ধার হওয়া ছয়জন জানিয়েছেন- অনেকে মারা গেছেন। তাদের অনুমান, নৌকাটি ডুবে যাওয়ার সময় প্রায় ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৮০ সংখ্যা, ৮ চৈত্র ১৪৩০, ১১ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

বিপ্লব ও আন্দোলন

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ চলিতেছে। অর্জুনপুত্র অভিমন্যু ছিলেন তাহার পিতার মতো অপতিরোধ্য বীর। যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে অর্জুনদের প্রতিপক্ষ দুর্যোধনের সেনাপতি দ্রোণাচার্য অভেদ্য চক্রব্যূহ তৈরি করেন। অভিমন্যু এই চক্রব্যূহে প্রবেশের উপায় জানিতেন, কিন্তু উহা ভেদ করিয়া বাহির হইবার উপায় জানিতেন না।
ভয়ংকর যুদ্ধের ময়দানে অভিমন্যু উপায়ান্তর না দেখিয়া ব্যূহে প্রবেশ করেন। প্রতিপক্ষের সহিত প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু প্রতিপক্ষ এমন স্তরে স্তরে ব্যূহের জাল বিছাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, সেই জাল ছিন্ন করিয়া ব্যূহ হইতে বাহির হইবার ক্ষমতা মহাবীর অভিমন্যুর ছিল না। তিনি প্রতিপক্ষের বেষ্টনীর মধ্যেই গদাঘাতে নিহত হন। তাত্পর্যপূর্ণ বিষয় হইল, এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শুরুতে অর্জুন যখন যুদ্ধ করিতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগিতেছিলেন, তখন তাহার রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়াছিলেন যে, অর্জুনের এইরূপ দ্বিধা করিবার কোনো কারণ নাই।
কারণ, এই যুদ্ধে অর্জুন নিমিত্ত মাত্র, যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ সকলকে মারিয়া রাখিয়াছেন এবং অর্জুনদের বিজয় পূর্ব হইতেই সুনির্দিষ্ট করা আছে।
বিদ্বজ্জনেরা এই ক্ষেত্রে বলিতে থাকেন—দেবতারা কোনো বিজয় পূর্বনির্ধারিত করিয়া থাকেন অধর্ম দূর করিয়া সেইখানে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য। কিন্তু মানুষ একই কাজ করে অধর্ম বা দুর্নীতিকে আশ্রয় করিয়া।
একই কাজ মানে কোনো বিজয় পূর্বনির্ধারিত করিয়া দেওয়া। মানুষ যেই হেতু এই কাজটি অধর্ম বা দুর্নীতিকে আশ্রয় করিয়া সম্পন্ন করে, এই জন্য মানুষের ক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত জয়ের ফল কখনো শুভ হয় না। দুঃখজনকভাবে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই পূর্বনির্ধারিত বিজয় নিশ্চিত করা হয় কথিত গণতন্ত্রের মাধ্যমে। যাহার ভিত্তির ওপর গণতন্ত্র দাঁড়াইয়া থাকে, সেই 'নির্বাচন' ম্যানিউপুলেট করা হয়। এই ব্যাপারে বিশ্বের স্বনামধন্য কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান বলিতেছে, নির্বাচন কারচুপির মেকানিজমটা উন্নয়নশীল বিশ্বের কিছু দেশ খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে।
ক্ষমতাসীন দল তাহার প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নির্বাচন কমিশনের সহিত যোগসাজশের মাধ্যমে একদম তৃণমূল পর্যন্ত নির্বাচনকে নিজের মতো সাজাইতে পারেন। এমতাবস্থায় যখন বলা হয়, 'আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী নির্বাচন' হইতে হইবে, তখন স্মরণ করিতে হয় অভিমন্যুর কথা—যাহার চারিদিকে জাল বিছানো ছিল, যাহাতে তিনি কিছুতেই চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া বাহির হইতে না পারেন। একইভাবে একটি সুষ্ঠু তথা আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী নির্বাচন করিবার জন্য যেই 'ব্যূহ' ভেদ করিতে হইবে—দৃশ্যত তাহা অসম্ভব বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে।
এবং এই ক্ষেত্রে অভিমন্যুর পরিণতি আমরা জানি। তাহা হইলে কী এখন উপায়? প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক জহির রায়হান তাহার 'জীবন থেকে নেওয়া' চলচ্চিত্রে একটি গান ব্যবহার করিয়াছিলেন—'এ খাঁচা ভাঙব আমি কেমন করে'।
সুষ্ঠু নির্বাচনের যাবতীয় শর্ত যেই 'খাঁচা'য় বন্দি হইয়া গিয়াছে—তাহা ভাঙা সম্ভব নহে বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। কারণ সামাজিক, পারিপার্শ্বিক ও পরিবেশগত কারণে প্রশাসনে যাহারা থাকেন, সরকারের উপর তাহাদের নির্ভর করিবার বিষয়টিও এত সহজে দুঃসাহসিক হইবার নহে।
বস্তুত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সুষ্ঠুভাবে ক্ষমতার পালাবদলের জন্য যেই শর্ত ও মূল্যবোধ প্রত্যাশা করা হয়—এই দেশগুলি তাহা হইতে শত যোজনপথ দূরেই থাকিয়া যাইতেছে।
তৃতীয় বিশ্বে ক্ষমতাসীনরা অতি দক্ষ, অতি কৌশলী, অভাবিত স্মার্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের ক্ষমতার অপরাহ্ন বেলাকে পিছাইয়া দিতে। ইহা ঠিক যে, এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে একসময় হয়তো বিপ্লব হইবে, অদমনীয় আন্দোলন হইবে। কিন্তু শান্তি আসিবে কি? দুঃখজনকভাবে, এই ধরনের বিপ্লব ও আন্দোলনে যেই লোকক্ষয়, রক্তক্ষয়, সম্পদক্ষয় হইবে—তাহার তো কোনো প্রয়োজন ছিল না।

••••••••••••

গুগল, টিকটক, মেটার জন্য বড় পরাজয়

অনলাইনে যেসব কাণ্ড ঘটছে, তাতে আমেরিকানরা খুব যৌক্তিকভাবেই উদ্বিগ্ন। ব্যক্তিজীবনের গোপনীয়তা লঙ্ঘনজনিত ক্ষতির বাইরে অন্যান্য ডিজিটাল ক্ষতি নিয়ে (যেমন ভুল তথ্য ও অপতথ্য, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের দ্বারা প্ররোচিত কিশোর উদ্বেগ, বর্ণবাদী উসকানি ইত্যাদি) তাঁরা দুশ্চিন্তায় থাকেন। লিখেছেন **জোসেফ ই স্টিগলিৎজ..**

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন গত বছর বিগ টেক বা বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর (গুগল, অ্যামাজন, অ্যাপল, মেটার মতো বড় বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান) প্রতিনিধিত্বকারী লবিস্ট এবং আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য-উপাত্ত থেকে লাভবান হওয়া ব্যক্তিদের খুব রাগিয়ে দিয়েছে। আমাদের ব্যক্তিজীবনের তথ্য-উপাত্তের গোপনীয়তার সুরক্ষা, নাগরিকের অনলাইন অধিকার ও স্বাধীনতাকে নষ্ট করে দিতে পারে—এমন একটি প্রস্তাব করেছিলেন ওই লবিস্টরা। কিন্তু বাইডেন প্রশাসন সেই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছিল।
সম্প্রতি আমেরিকানদের উপাত্ত সুরক্ষার বিষয়ে বাইডেনের নতুন নির্বাহী আদেশের বিস্তারিত প্রকাশিত হওয়ার পর বোঝা যাচ্ছে, এই লবিস্টদের প্রস্তাবের বিষয়ে আসলেই উদ্বিগ্ন হওয়ার উপযুক্ত কারণ ছিল।
কয়েক দশক ধরে কোনো রকমের তদারকি ও বিধিনিষেধের প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই ডেটা ব্রোকার এবং প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মগুলো মার্কিন নাগরিকদের ব্যক্তিগত উপাত্তের অপব্যবহার করে আসছে।
এ অবস্থায় বাইডেন প্রশাসন ঘোষণা করেছে, তারা চীন এবং যেসব দেশের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ আছে, সেসব দেশে নির্দিষ্ট ধরনের উপাত্ত স্থানান্তর নিষিদ্ধ করবে। সরকার-সম্পর্কিত উপাত্ত সুরক্ষা ছাড়াও সাধারণ মার্কিন নাগরিকদের সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষায় এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ।
বাইডেন প্রশাসনের আদেশটি সম্ভবত আরও সম্ভাব্য নীতি প্রতিক্রিয়ার অগ্রদূত হিসেবে কাজ করছে। অর্থাৎ এ ধরনের আরও পদক্ষেপ হয়তো বাইডেন প্রশাসন নিতে যাচ্ছে।
অনলাইনে যেসব কাণ্ড ঘটছে, তাতে আমেরিকানরা খুব যৌক্তিকভাবেই উদ্বিগ্ন। ব্যক্তিজীবনের গোপনীয়তা লঙ্ঘনজনিত ক্ষতির বাইরে অন্যান্য ডিজিটাল ক্ষতি নিয়ে (যেমন ভুল তথ্য ও অপতথ্য, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের দ্বারা প্ররোচিত কিশোর উদ্বেগ, বর্ণবাদী উসকানি ইত্যাদি) তাঁরা দুশ্চিন্তায় থাকেন।
যে প্রযুক্তি সংস্থাগুলো আমাদের ব্যক্তিগত উপাত্ত (ব্যক্তিগত শারীরিক, আর্থিক এবং অবস্থানগত

তথ্যসহ) হাতিয়ে নিয়ে অর্থকড়ি উপার্জন করে থাকে, তারা তাঁদের এই কাজকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য বছরের পর বছর 'ফ্রি ফ্লোজ অব ডেটা' (অবাধ উপাত্ত প্রবাহ) আর 'ফ্রি স্পিচ' বা বাক্স্বাধীনতাকে এক পাল্লায় চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে।
এ কারণে সেই স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী জনস্বার্থ সুরক্ষায় বাইডেন প্রশাসনের নেওয়া পদক্ষেপগুলোকে সংবাদ ওয়েবসাইটগুলোতে প্রবেশাধিকার বন্ধ করার, ইন্টারনেটকে অচল করে দেওয়ার এবং কর্তৃত্ববাদীদের ক্ষমতায়িত করার চেষ্টা হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু এগুলো একেবারেই আজেবাজে কথা।
একজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আমেরিকানদের গোপনীয়তা এবং জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যুতে সর্বোচ্চ মাত্রায় সচেষ্ট হবেন—সেটাই স্বাভাবিক। তিনি নিশ্চয়ই জানেন, আমরা যে বিপুল পরিমাণ উপাত্ত উৎপাদন করি, তা কোথায় এবং কী উপায়ে প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ করা হয় তার ওপর ব্যক্তির উপাত্ত-গোপনীয়তা ও জাতীয় নিরাপত্তা কতটা ঝুঁকিতে আছে, তা নির্ভর করে।
প্রযুক্তি সংস্থাগুলো খুব ভালো করে জানে, তাদের কাজকারবার নিয়ে যদি একটি উন্মুক্ত ও গণতান্ত্রিক বিতর্ক হয়, তাহলে ডিজিটাল সুরক্ষার বিষয়ে গ্রাহকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়বে। তাদের কর্মকাণ্ডে গ্রাহকদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হলে মুনাফার পারদ পড়তে থাকবে।
এ কারণে প্রযুক্তিশিল্পের লবিস্টরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে পাশ কাটানোর চেষ্টায় ব্যস্ত আছে। তাদের চালাকিপূর্ণ পদ্ধতিগুলোর একটি হলো, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের যে বাণিজ্য বিধানগুলো ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষায় রক্ষাকবচের ভূমিকা রাখে, সেই বাণিজ্য বিধানগুলোকে ভাষার মারপ্যাঁচে যতটা সম্ভব অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য ও তমসাবৃত করে তোলা।
একজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আমেরিকানদের গোপনীয়তা এবং জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যুতে সর্বোচ্চ মাত্রায় সচেষ্ট হবেন—সেটাই স্বাভাবিক। তিনি নিশ্চয়ই জানেন, আমরা যে বিপুল পরিমাণ উপাত্ত উৎপাদন করি, তা কোথায় এবং কী উপায়ে প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ করা হয় তার ওপর ব্যক্তির উপাত্ত-গোপনীয়তা ও জাতীয় নিরাপত্তা কতটা ঝুঁকিতে আছে, তা নির্ভর করে।
কিন্তু তারপরও আশ্চর্যজনকভাবে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে 'ব্যক্তিগত তথ্যের আন্তসীমান্ত স্থানান্তরে' যেকোনো ধরনের বিধিনিষেধ আরোপের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিতে চেয়েছিল।
ট্রাম্প প্রশাসনের ভাষ্য ছিল, ব্যক্তিগত তথ্য-উপাত্ত স্থানান্তর যদি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করা কোনো বিদেশি বিনিয়োগকারী কিংবা সার্ভিস প্রোভাইডার বা পরিষেবা প্রদানকারীর ব্যবসার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, তাহলে সে তথ্য-উপাত্ত স্থানান্তরে কোনো ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা যাবে না। ট্রাম্পের ওই প্রস্তাব বিশ্বব্যাপী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (ডব্লিউটিও) তোলা হয়েছিল। তবে তা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি।
আন্তসীমান্ত তথ্য আদান-প্রদান নিয়ন্ত্রণের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার প্রস্তাবটি ছিল মূলত বিগ টেক লবিস্টদের পেশ করা চারটি প্রস্তাবের মধ্যে একটি। লবিস্টরা চারটি প্রস্তাব ট্রাম্পের কর্মকর্তাদের ডব্লিউটিও-সম্পর্কিত আলোচনায় তুলতে রাজি করিয়েছিলেন।
এই প্রস্তাবের বিভ্রান্তিকর শর্তগুলো সরকারগুলোকে কিছু নীতি গ্রহণ করতে নিষেধ করে। প্রস্তাবের শর্তাবলি মার্কিন কংগ্রেসে ভোক্তা, শ্রমিক এবং ছোট ব্যবসার প্রতি বিগ টেকের অন্যায্য আচরণ ঠেকাতে দ্বিদলীয় চেষ্টাকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়।
এসব প্রস্তাব আমাদের গোপনীয়তা এবং নাগরিক অধিকার রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত মার্কিন নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোকেও খাটো করে।
উপাত্ত প্রবাহের ওপর সরকারি বিধিনিষেধের ওপর নিষেধাজ্ঞাসংবলিত ট্রাম্প-যুগের নিয়মগুলো যদি আসলে ডব্লিউটিওতে কার্যকর হতো, তাহলে সেগুলো খোদ বাইডেন প্রশাসনের নিজস্ব নতুন উপাত্ত-নিরাপত্তা নীতির পথেই বাধা হয়ে দাঁড়াত।
ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখন বিগ টেক বিভ্রান্তিকর চুক্তির মারপ্যাঁচে যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য বাইরে স্থানান্তর করতে পেরেছিল। ২০২০ সালের নির্বাচনে ট্রাম্প হেরে যাওয়ার পর বিগ টেক শিল্পের লবিস্টরা এই অস্বাভাবিক নিয়মগুলো চালু রেখে নতুন আদর্শ সৃষ্টি করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ইন্দো-প্যাসিফিক ইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক শীর্ষক বাইডেন প্রশাসনের চুক্তিতে এই ধরনের বিধি যুক্ত করা তাদের পরিকল্পনায় ছিল। কিন্তু লবিস্টদের সঙ্গে বসার বদলে বাইডেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা কংগ্রেসের সদস্যদের সঙ্গে বসেছেন।
ট্রাম্পের আমলের প্রস্তাবগুলো যে ডিজিটাল গোপনীয়তা ও নিয়ন্ত্রণ ইস্যুতে কংগ্রেস ও প্রশাসনের লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তা বাইডেন প্রশাসন প্রমাণ করতে চেয়েছে। এর মধ্য দিয়ে বিগ টেকের বড় পরাজয় হয়েছে।
জোসেফ ই স্টিগলিৎজ নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ ও কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক
অনুবাদ

দামি জাফরান নিয়ে কেন চিন্তায় কাশ্মীরের চাষিরা

আপনজন ডেস্ক: যত দূর চোখ যায়, উজ্জ্বল বেগুনি রঙের সম্ভার। ভারতের কাশ্মীর রাজ্যের পাম্পোর গোটা বিশ্বে জাফরানের শহর হিসেবে পরিচিত। সেখানে 'জাফরান ক্রোকাস' বা আঁশ প্রায় ৩০ হাজার পরিবারের আয়ের উৎস। বহু প্রজন্ম থেকে সেই ঐতিহ্য চলে আসছে।
ফিরোজ আহমাদের পরিবারও সেই কাজ করে। শরৎকালে ক্রোকাস ফসল তোলার সময় তাঁর ছোট মেয়েও সাহায্য করে। ফিরোজও নিজের বাবা-মাকে সেই কাজে সাহায্য করতেন। কিন্তু তিনি 'কেসর' নামে পরিচিত জাফরানের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখন উদ্বিগ্ন।
বিরিয়ানি-কোরমার মতো অনেক পদই জাফরানের ছোঁয়ায় বিশেষ রং ও গন্ধে বাড়তি মাত্রা পায়।
ফিরোজ বলেন, '২০০৩ ও ২০০৪ সালের হিসাব অনুযায়ী, এক কানাল বা শূন্য দশমিক এক দুই একর জমি থেকে এক কিলো কেসর পাওয়া যেত। আর এখন এক কিলো পেতে ১৫ কানাল জমি লাগে। ফলে বুঝতে পারছেন, বিগত বছরগুলোতে উৎপাদনের কতটা অবনতি ঘটেছে।'
একই পরিমাণ জাফরান উৎপাদন করতে আরও বেশি জমির প্রয়োজন পড়ছে। ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিনেও বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।
গবেষক হিসেবে নাশিমান আশরাফ কাশ্মীরে জাফরানের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছেন। সেই পাহাড়ি এলাকায় এই মসলা শুধু কোনো সাংস্কৃতিক সম্পদ নয়, মানুষের আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎসও বটে।
ড. নাশিমান বলেন, '১৩ বছর ধরে আমি স্যাফরন বায়োলজির বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করছি। চাষিদের ফিডব্যাক অনুযায়ী জাফরান উৎপাদনের অবনতির তিনটি প্রধান কারণ রয়েছে। প্রথমত, উচ্চ মানের রোপণের উপাদানের অভাব রয়েছে। দ্বিতীয় কারণ, কর্ম রট রোগ। তৃতীয় কারণ, সেচব্যবস্থার অভাব।'
কাশ্মীরে জাফরানের জন্য লড়াই ১০ বছরের বেশি আগে ড. নাশিমান এক বড় জিন তথ্যভান্ডার সৃষ্টি করেছিলেন। তাতে ৬০ হাজারের বেশি জাফরান ক্রোকাসের সিকুয়েন্স জমা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নতুন পরিস্থিতিতেও টিকে থাকতে পারে, এমন গাছ সৃষ্টি করাই সেই উদ্যোগের লক্ষ্য।
ড. নাশিমান আশরাফ বলেন, 'আমরা জিনগুলো শনাক্ত করেছি। এখন আমরা উন্নত স্মার্ট জাফরান সৃষ্টির প্রক্রিয়া চালাচ্ছি। খরা ও অন্যান্য অ্যাবায়োটিক চাপ সামলাতে এবং কর্ম রট রোগও প্রতিরোধ করতে পারবে সেই জাফরান।'
ইরানের পর ভারতই বিশ্বের সবচেয়ে বড় জাফরান উৎপাদনকারী দেশ। ফুলের মধ্য থেকে জাফরানের উপকরণ বের করতে বেশ দক্ষতার প্রয়োজন। এক কিলো খাঁটি জাফরান পেতে হলে দুই থেকে তিন লাখ ক্রোকাস ফুলের প্রয়োজন হয়। সে কারণে জাফরানের আকাশছোঁয়া দাম। এক কিলোর দাম প্রায় দুই হাজার ইউরো হতে পারে। ড. নাশিমান আশরাফ কাশ্মীরের উত্তরে ইয়ারিখাহ তাংমার্গ অঞ্চল পরিদর্শন করছেন। তাঁর দল সেখানকার খেতের জন্য ল্যাবে ক্রোকাস টিউবার চাষ করেছে। সেগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কা সামলাতে সক্ষম। দীর্ঘ খরা বা আচমকা প্রবল বৃষ্টিপাত হলেও সেই গাছ টিকে থাকতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে এই গাছ কুখ্যাত 'কর্ম রট' রোগ প্রতিরোধ করতে পারবে।
ড. নাশিমান বলেন, 'আমরা ১০ জেলাতেই সফলভাবে জাফরান চাষ করতে পারি। তবে এবার আমরা সেই ক্ষেত্র সম্প্রসারণের কথা ভেবেছি। আমরা এখান থেকে ফুল সংগ্রহ করে জম্মুতে আমাদের স্থাপনায় সেগুলোর মান বিশ্লেষণ করব। এখানে উৎপাদিত জাফরানের মধ্যে খাঁটি জাফরানের সমান পরিমাণ উপাদান আছে কি না, তা পরীক্ষা করব।'
জম্মুতে বহুকাল কোনো জাফরান চাষ হয়নি। তবে জলবায়ু-প্রতিরোধী নতুন ফুলগুলো বেশ ভালোভাবে বেড়ে উঠছে।
সৌ: ডয়চে ভেলে

ইয়োসি মেকেলবার্গ

ম্যাক্রোঁ কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে চান

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বিতর্ক তৈরিতে একেবারে নতুন কেউ নন। এটাকে তিনি তাঁর নেতৃত্বের গুণ বলেই মনে করতে পারেন। গত মাসে প্যারিসে ইউরোপের ২০টি দেশের সরকারপ্রধানদের সম্মেলন শেষে সংবাদ সম্মেলনে ম্যাক্রোঁ ঘোষণা দেন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইউক্রেনকে সহায়তা করার জন্য পশ্চিমা সেনাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানোর সম্ভাবনাকে তিনি নাকচ করছেন না। ম্যাক্রোঁর নেতৃত্বের যে মান, সেই বিবেচনাতেও তাঁর এই ঘোষণাকে বলা চলে বোমা ফাটানোর ঘটনা।
ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের দুই বছর পেরিয়েছে। রাশিয়ার দখলে নেওয়া সব ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারে ইউক্রেনের প্রচেষ্টা স্থবির হয়ে পড়েছে। যদিও ২০২২ সালে আগ্রাসন চালিয়ে রাশিয়া যে ভূখণ্ড দখলে নিয়েছিল, তার অর্ধেকটা আবার নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে ইউক্রেন। যাহোক, সব মিলিয়ে ইউক্রেনের পাঁচ ভাগের এক ভাগ ভূখণ্ড এখন রাশিয়ার দখলে। আর রুশ সেনাদের প্রতিরক্ষা ভাঙা এখন আগের চেয়ে বেশি কঠিন।
যুদ্ধ শুরুর পর ইউক্রেনকে সামরিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন দিতে পশ্চিমারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধক্লান্তি এখন জাঁকিয়ে বসেছে। তবে এখন ভিন্ন কারণে এই সংকট আমাদের মনোযোগের কারণ হয়ে উঠেছে। এই সংঘাত যত দীর্ঘ হচ্ছে, ইউক্রেনের ন্যায়যুদ্ধ ও দেশটির জনগণের বীরত্বের প্রতি সহায়তা ততই মন্থর হয়ে আসছে। বিশেষ করে গত বসন্তে ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণ অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর সেটা তীব্র হয়েছে।
যুদ্ধ তৃতীয় বছরে পড়ার প্রেক্ষাপট থেকে বিবেচনা করলে ইউক্রেনের সফলতা ও ব্যর্থতা মাপার জন্য এই মাপকাঠি ব্যবহার করা হবে খুবই সংকীর্ণ একটা ব্যাপার। প্রথম ও সর্বপ্রথম কথা হচ্ছে, শক্তিশালী প্রতিবেশীর নগ্ন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইউক্রেন যে প্রতিরোধ যুদ্ধ করছে, তাতে সমর্থন দেওয়াটা নৈতিক কর্তব্য।
কিন্তু ইউক্রেনকে সহায়তা দেওয়ার বিষয়টি কোনোভাবেই দাতব্য কাজ নয়। বরং এটি নিয়মভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা সচল রাখার সামষ্টিক প্রচেষ্টা। এই সমর্থন না দিলে শুধু রাশিয়া নয়, অন্য যেকোনো দেশও আরেকটি দেশের ওপর খোলাখুলি আগ্রাসন চালানোর আশকারা পাবে।
ইউক্রেনের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য সেনা পাঠানোর সম্ভাবনা নিয়ে ম্যাক্রোঁর বক্তব্যের সঙ্গে ইউরোপীয় নেতারা ভিন্নমত করেছেন। এই ইস্যুতে তাঁদের মধ্যে ঐকমত্য দেখা যায়নি। এ বিষয়টি অবশ্যই জোটটির জন্য সতর্ক বার্তা। কেননা, এক সপ্তাহ পরেই ম্যাক্রোঁ তাঁর পশ্চিমা মিত্রদের প্রতি নির্দয়ভাবে কথার চাবুক চালান। তিনি বলেন, রাশিয়ান আগ্রাসনকারীদের বিরুদ্ধে ইউক্রেনের যুদ্ধে 'কাপুরুষোচিত' সমর্থন দিচ্ছে পশ্চিমা মিত্ররা। ম্যাক্রোঁ আরও বলেন, গত সপ্তাহে তিনি যে বক্তব্য দিয়েছেন, তার প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। এর অর্থ ম্যাক্রোঁ মুখ ফসকে মন্তব্য করেননি।
ইউক্রেন যুদ্ধে বিজয়ের কৌশল কী হবে—তা নিয়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট পশ্চিমা মিত্রদের থেকে ভিন্ন অবস্থান নিচ্ছেন। তাঁর দাবি, রাশিয়ার অবস্থানে একটা পরিবর্তন এসেছে। দেশটি এখন আরও ভূখণ্ড দখলে নিতে চায়। তাদের চোখ শুধু ইউক্রেনে নয়, অন্য আরও

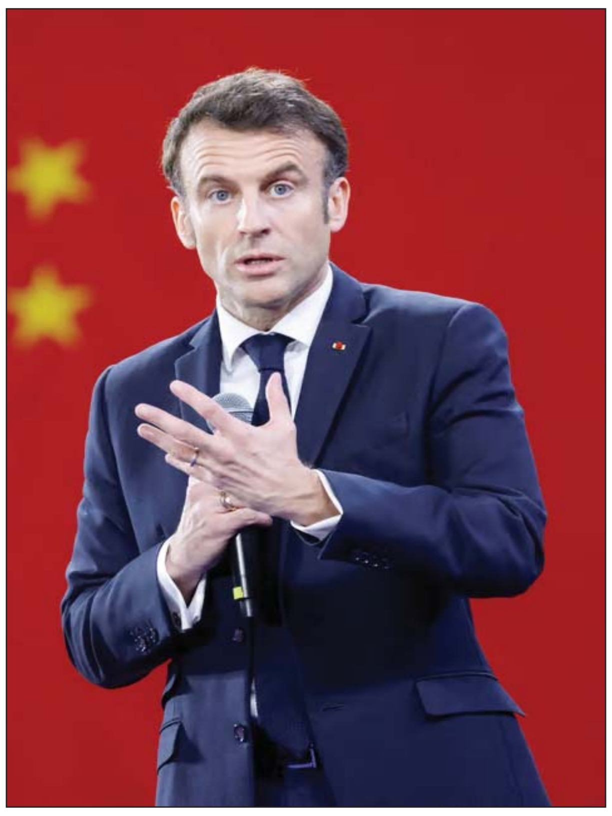

অনেক দেশের ভূখণ্ডের ওপরও পড়েছে। ম্যাক্রোঁ তাঁর প্রস্তাবকে প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ বলেছেন।
অন্য দেশগুলোকেও একই পরামর্শ মেনে চলার যুক্তি দিয়েছেন। ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারিতে ফিরে যাওয়া যাক। ন্যাটো সদর দপ্তরগুলো তখন স্বস্তির বড় নিশ্বাস ফেলেছিল। কেননা, তারা এই ভেবে যে ইউক্রেন ন্যাটোর সদস্যদেশ নয়। তাদের স্বস্তির কারণ ছিল, ইউক্রেন সদস্যদেশ না হওয়ায় ন্যাটোর আর্টিকেল-৫ চালু করার বাধ্যবাধকতা থেকে তারা বেঁচে গেছেন।
ন্যাটোর আর্টিকেল-৫ অনুযায়ী, যেকোনো সদস্যদেশ তৃতীয় কোনো দেশ দ্বারা আক্রান্ত হলে সবাই মিলে প্রতিরোধ করা। যাহোক, সে সময়ে ন্যাটো ইউক্রেনের জন্য বড় আকারের সহায়তা দেওয়া থেকে বিরত থাকেনি। এই সমর্থন ভলোদিমির জেলেনস্কি, তাঁর সরকার ও দেশটির জনগণ ও সেনাদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনেকখানি সহায়তা করেছে। এর অর্থ হলো পশ্চিমা সেনাদের উপস্থিতি ছাড়াই রাশিয়াকে বাগে রাখার সামর্থ্য ইউক্রেনের রয়েছে।
ম্যাক্রোঁর এই মরিয়া বক্তব্যের পেছনে নিশ্চিতভাবে কিছু নেতিবাচক ঘটনার প্রভাব রয়েছে। এর মধ্যে ইউক্রেনের গোলাবারুদ কমে যাওয়া এবং মার্কিন কংগ্রেস ইউক্রেনকে দেওয়ার জন্য সহযোগিতা তহবিল স্থগিত থাকার মতো ঘটনা রয়েছে। এরপর নভেম্বরে মার্কিন নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনাও আছে।
ইউরোপীয় ইউনিয়নে ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজকে চ্যালেঞ্জ জানানোর উদ্দেশ্য থেকেও ম্যাক্রোঁ এটা করতে পারেন।
সম্প্রতি ফাঁস হওয়া নথি থেকে দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, লাটভিয়া, নেদারল্যান্ডসসহ আরও কয়েকটি দেশ ইউক্রেনে অল্প কিছুসংখ্যক তাদের বিশেষ বাহিনীর সদস্য পাঠিয়েছে।
ইউক্রেনের পক্ষে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যুদ্ধ করতে তাদের দেশের নাগরিকদের যাঁরা যেতে চেয়েছেন, তাঁদের তারা আটকায়নি। যাহোক, ম্যাক্রোঁ এখন যে সামরিক হস্তক্ষেপের কথা বলছেন, সেটার মানে হচ্ছে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করা।
নিঃসন্দেহে এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হলে তার ঝুঁকি হবে মারাত্মক। এই ঝুঁকিকে হালকাভাবে নেওয়ার অবকাশ নেই। বৈশ্বিক সমর্থন ইউক্রেনের দরকার, সেটা তারা পাওয়ার যোগ্যও। ইউক্রেনের যুক্তিটাও যৌক্তিক।
ইউক্রেনীয়রা বলছেন, এই যুদ্ধটা শুধু তাঁদের একার যুদ্ধ নয়, নিয়মভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাশিয়া যে হুমকি তৈরি করেছে তার প্রতিরোধ যুদ্ধ। যাহোক, ইউক্রেনে পশ্চিমা সেনা পাঠানো হবে এ ক্ষেত্রে শেষ পদক্ষেপ। যদি ইউক্রেনের আসন্ন পতনের বিপদ দেখা দেয়, তাহলেই এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।
ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁর ইউক্রেনে ন্যাটো সেনা পাঠানোর ধারণাটির গুরুত্ব আছে। কিন্তু বিশ্ব এখন দ্বিতীয় শীতল যুদ্ধের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে ইউক্রেনে পশ্চিমা সেনা পাঠানো হলে বিশ্বকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে।
ইয়োসি মেকেলবার্গ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াদির থিঙ্কট্যাংক চ্যাটাম হাউসের মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আমেরিকা কর্মসূচির সহযোগী ফেলো
আরব নিউজ থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

আইএসএফের প্রার্থী তালিকায় এসসি, এসটি

সেখ আবদুল আজিম ● ফুরফুরা

আপনজন: সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বৃহস্পতিবার ফুরফুরা শরীফে আইএসএফের পক্ষ থেকে রাজ্যের আট লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করা হল। এই প্রার্থী তালিকায় স্থান পায়নি ডায়মন্ড হারবার যেখানে আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী আগে নিজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়া বসিরহাট কেন্দ্রে আব্বাস সিদ্দিকীকে বসিরহাট কেন্দ্রে প্রার্থী করার জল্পনা উড়িয়ে এক তরুণকে প্রার্থী করা হয়েছে। আইএসএফের প্রার্থী তালিকায় যদিও স্থান পেয়েছেন বেশ কয়েকজন অধ্যাপক। তবে, আইএসএফ মুসলিমদের দল এই তকমা দূরে ঠেলে দিয়ে তফশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের গুণীজনকেও প্রার্থী তালিকায় স্থান দিয়েছে। ঝাড়গ্রামে উপজাতি সম্প্রদায়েল এক অধ্যাপককে প্রার্থী করেছে আইএসএফ। এদিন সাংবাদিদের নানা প্রশ্নের উত্তরে আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী বলেন তারা যেসব প্রার্থী নাম ঘোষণা করা হয়েছে তারা জনসম্মুখে না এলেও মানুষ যদি তাদের ভোট দিয়ে সংসদে পাঠাবেন। তারা ডিবেট দেবার মত ক্ষমতা রাখেন। তিনি আরো বলেন আরো কয়েকটা সিট বাকি রয়েছে সেগুলো ঘোষণা করা হবে। কিন্তু রাজ্যে বাম কংগ্রেসের সঙ্গে জোট প্রসঙ্গে তিনি মুখ খোলেননি। তেমনি ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে নওসাদের নিজের প্রার্থী না হওয়ার কারণ নিয়েও কোনও মন্তব্য করা হয়নি। এদিন প্রার্থী তালিকা ঘোষণার সময় নওশাদ সিদ্দিকী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সামসুর আলি মল্লিক। আইএসএফ যে আটজনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে সেগুলি হল, মালদা উঃ লোকসভা কেন্দ্রেমহঃ সোহেল, জয়নগর (এসসি) লোকসভা কেন্দ্রে,মেঘনাথ হালদার, বারাসত লোকসভা কেন্দ্রে তাপস ব্যানার্জী, মুর্শিদাবাদ লোকসভা লোকসভা কেন্দ্রেহাবিব শেখ, বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে মহঃ শহিদুল ইসলাম মোল্লা, মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে অধ্যাপক অজয় কুমার দাস, ঝাড়গ্রাম (এসটি) লোকসভা কেন্দ্রে অধ্যাপক বাপি সরেন, শ্রীরামপুর কেন্দ্রে শাহরিয়ার মল্লিক (বাপি)।

জয়পুরে জোরদার ভোট প্রচারে সুজাতা মন্ডল

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: মেঘলা দিনে জয়পুরে ভোট প্রচারে সুজাতা মন্ডল, হাজার বছরের পুরনো গোকুলচাঁদ রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করলেন, ঘোড়ার গাড়ি, টোটো, চালিয়ে ভোট প্রচার সুজাতা মন্ডলের । আগামী ২৫ শে মে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের ভোট, কার মাথায় পড়বে বিষ্ণুপুর লোকসভার সংসদের মুটুক তার লড়াই, প্রচারের মধ্য দিয়ে জমে উঠেছে প্রাক্তন স্বামী স্ত্রীর ভোট যুদ্ধ। জয়পুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কৌশিক বটব্যালের নেতৃত্বে দলীয় কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে সপ্তাহের লক্ষী বারে সকালবেলায় মল্লরাজাদের ইতিহাস জড়ানো জয়পুরের গোকুলনগরে গোকুলচাঁদ রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করলেন তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মন্ডল। পুজো শেষে গোকুলনগর থেকে একটি ঘোড়ার গাড়ি একটি ট্যাবলো এবং ১০০ টি টোটো নিয়ে দলীয়কর্মী সমর্থকদের সাথে একটি রেলি করে প্রায় ৬ কিলোমিটার অতিক্রম করে চাতরা মোড়ে যায়, সেখানে কখনো ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে ভোট প্রচার, কখনো টোটো চালিয়ে ভোট প্রচার করতে দেখা যায় প্রার্থী সুজাতা মন্ডলকে। পাশাপাশি মানুষের সাথে জনসংযোগ করেন তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মন্ডল ও সভাপতি কৌশিক বটব্যাল। সব মিলিয়ে লক্ষী বারে জয়পুরে ভোট প্রচারে জমজমাট তৃণমূল প্রার্থীর।

দেগঙ্গার স্কুলে কেরিয়ার গাইডেন্স ক্যাম্প

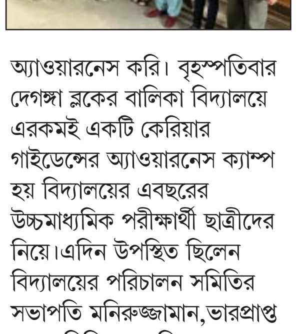

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: আগামী দিনে নিজের কেরিয়ারকে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে সে ব্যাপারে দিশা দেখাতেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পের মাধ্যমে কেরিয়ার গাইডেন্স করছে গোবরডাঙ্গার মন্ডল কোচিং সেন্টার।প্যারামেডিকেল,বিবিএ, বিসিএ,এমবিএ,জিএনএম নার্সিং,বিএসসি নার্সিং,বাংলা বোর্ডের আইআইটি,ডি ফার্মা, বি ফার্মা,হোটেল অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট সহ বিভিন্ন কোর্স তারা করিয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা মিজানুর মন্ডল জানালেন, আমরা বিগত ১৩ বছর ধরে এইসব কোর্সগুলি সাফল্যের সঙ্গে করিয়ে চলেছি।বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে সেখানকার ছাত্রছাত্রীদেরকে বর্তমান সময়োপযোগী চাকরি নির্ভর কোর্সগুলি সম্পর্কে এরকম কেরিয়ার গাইডেন্সের মাধ্যমে অ্যাওয়ারনেস করি। বৃহস্পতিবার দেগঙ্গা ব্লকের বালিকা বিদ্যালয়ে এরকমই একটি কেরিয়ার গাইডেন্সের অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প হয় বিদ্যালয়ের এবছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছাত্রীদের নিয়ে।এদিন উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান,ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা ড.স্নিগ্ধা সিনহা,পরিচালন সমিতির সদস্য গৌরাঙ্গ মাজি,জহরুল তরফদার,শিক্ষিকা ঝর্ণা মন্ডল,শিক্ষিকা তনুজা ঘোষ, কোচিং সেন্টারের মিজানুর মন্ডল,মলয় মন্ডল,সুব্রত মল্লিক,মাসুম মন্ডল প্রমুখ।

বীভৎস বগটুই গণহত্যার স্মরণে শহীদ বেদিতে মাল্যদান ও দোয়া

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: গত ২০২২ সালের ২১ শে মার্চ বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমার বগটুই গণহত্যার ঘটনা রাজ্য রাজনীতিতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেদিনের ঘটনায় আজও বিমর্ষ স্বজন হারানো পরিবার পরিজন গুলি।

বগটুই গণহত্যার আজ ২১ শে মার্চ ছিল দ্বিতীয় বর্ষ। শহীদ পরিবার পরিজনদের সহানুভূতি পেতে গতবছর তৃণমূল এবং বিজেপি বগটুই গ্রামের দুই প্রান্তে দুই দলের উদ্যোগে শহীদ বেদী তৈরি করেন দলীয় ভাবে। সেই শহীদ বেদীতে বৃহস্পতিবার সকালে বিজেপির তরফ থেকে মাল্য দানের মাধ্যমে স্মরণ করা হয়। অনুরূপ অন্যদিকের শহীদ বেদিতে দুপুরে তৃণমূলের তরফ থেকেও মাল্যদানের মাধ্যমে নিহতদের শ্রদ্ধা জানানো হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাট এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি নীহার মুখার্জি এবং রামপুরহাট শহর তৃণমূল সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি। তবে, বগটুই গণহত্যার শিকারদের আত্মার শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়।

উল্লেখ্য,২০২২ সালের ২১ শে মার্চ রামপুরহাট এক নম্বর ব্লকের বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের উপপ্রধান ভাদু শেখ কে বোমা মেরে হত্যা করা হয়েছিল। তারপরেই ঘটে ভয়ঙ্কর সেই গণহত্যা। যা আজও মানুষের মনে দাগ কেটে রেখেছে।স্বজনহারাদের শোক ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠেছে বগটুইবাসী।স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে বগটুই। সেই চেনা বগটুই মানুষের যাতায়াত শুরু হয়েছে,স্বাভাবিক ভাবেই খুলছে দোকানপাট।ঘটনার পরেই অর্থাৎ ২৪শে মার্চ তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে সরজমিনে আসেন বগটুই গ্রামে। সেদিন সবাইকে আশ্বাস দিয়েছিলেন আসল দোষীদের শাস্তি দেওয়া হবে। স্বজনহারাদের দেওয়া হবে চাকরি সেই সাথে ক্ষতিপূরণ। কথা দিয়ে কথা রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী।। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো গণহত্যা কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত রামপুরহাটের প্রাক্তন এক নম্বর ব্লক সভাপতি আনারুল হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়।। দোষীদের দেওয়া হয় উপযুক্ত শাস্তি।। ফলে খুশি স্বজনহারা পরিবারের আত্মীয়-স্বজনরা।। ক্ষতিপূরণের টাকায় মেরামত করা হচ্ছে পুড়িয়ে দেওয়া সেই সমস্ত ঘরবাড়ি। বর্তমানে ঘরছাড়া পরিবার গুলি গ্রামে ফিরেছে সকলেই। কোন রকম আপত্তিকর ঘটনা এড়াতে গ্রামের মধ্যে লাগানো রয়েছে নজরদারি ক্যামেরা।এখনও মোতায়ন রয়েছে পুলিশ বাহিনী।

রমজানে পানীয় জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে ভোট বয়কটের ডাক

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: জল সরবরাহের জন্য গ্রামজুড়ে পাইপলাইন ও সব বাড়িতে কল বসানো হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত জল এল না। পবিত্র রমজানের মধ্যেই ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রায় পরিশ্রুত পানীয় জলের অভাবে ব্যাপক জলকষ্টে এলাকাবাসী। জলের দাবিতে ভোট বয়কটের দাবি তুলে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হলেন গ্রামবাসীরা। জানা গিয়েছে, এই ছবি মালদহের চাঁচল ১ নং ব্লকের মহানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধঞ্জনা গ্রামে।এই গ্রামে প্রায় হাজার খানেক মানুষের বসবাস। বছর দুয়েক আগে ওই গ্রামে জনস্বার্থ কারিগরি দপ্তর র পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি জলের পাইপ লাইন ও নল খুব বসানো হয়। কিন্তু দেড় বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত সেই পাইপের নল দিয়ে এক ফোটাও জল পড়ে না। গ্রামের পাশে একটি পানীয় জলাধার সেটিও বর্তমানে অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তীব্র গরমে পানীয় জলের সংকটে ভুগছে গোটা গ্রাম। গামে জলের পরিষেবা চালু হোক এই দাবিতে বহুবার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর এবং ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিত আকারে জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু সমস্যার কথা ব্লক প্রশাসনকে জানানো হলেও কোনরকম হেলদোল নেই প্রশাসন কিংবা জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের। বৃহস্পতিবার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ তুলে ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। লোকসভা ভোটের মুখে গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা না চালু হলে গ্রামের কোন ভোটার ভোট দিতে যাবেন না বলে সংকল্প নিয়েছেন। পাশাপাশি কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী যদি গ্রামে ভোট ভিক্ষা চাইতে আসে তাহলে তাকে ঝাঁটা মারার নিদান নিয়েছেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এখন পবিত্র রমজান মাস চলছে। তার মাঝেই জলসংকট। প্রশাসনকে জানিয়ে কোন কাজ হচ্ছে না। তাই আমরা ঠিক করেছি আমরা ভোট দিব না, কেউ যদি ভোট চাইতে আসে তাকে ঝাঁটা মেরে গ্রাম থেকে বিদায় করব। যদিও সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য এরশাদ আজম।

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশিক্ষণের জন্য পুরস্কৃত শংকরদা

এম মেহেদী সানি ● গোবরডাঙ্গা

আপনজন: শিক্ষা ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য বিশেষ পুরস্কার পেলেন উত্তর ২৪ পরগনার মছলন্দপুরের বিবেকানন্দ আশ্রমিক কোচিং সেন্টারে প্রধান অমিয় দে (শংকরদা)। রাজ্যের প্রথম সারির সংবাদ সংস্থার পক্ষ থেকে ওই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে শংকরদা কে। ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে জানা গিয়েছে, স্বপ্নের জাল বোনাই তাঁর কাজ। সেই স্বপ্নের বাস্তব জমিতে পথ তৈরি করে চলেছেন অমিয় দে। দূরত্ব এবং অর্থ যাদের জীবনের বড় প্রতিবন্ধকতা, তাদের সম্বল শংকরদার কোচিং। অভিভাবকদের কথায়, শহরের বড় বড় কোচিং সেন্টারে পড়ানোর সামর্থ্য যাঁদের নেই, তাঁদের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন অমিয় দে, যিনি পাড়ার লোকের কাছে শংকরদা বলে পরিচিত। জানা গিয়েছে ৫ জন পড়ুয়াকে নিয়ে শুরু করা সেই বিবেকানন্দ আশ্রমিক কোচিং সেন্টারে এখন পড়ুয়ার সংখ্যা ৭০০০ এরও বেশি। কোচিং সেন্টারের হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেন ১২০০ থেকে ১৩০০ পড়ুয়া, ৪টি হস্টেল রয়েছে। অমিয় দে জানান, অসহায়, দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি সংখ্যালঘু, আদিবাসী, দলিত, তপশিলি শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তরণের পথ দেখাতে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে রয়েছে বিশেষ ছাড়। বেঙ্গল পুলিশ, কলকাতা পুলিশ, পঞ্চায়েত, পিএসসি ক্লার্কশিপ, আরপিএফ, ডাব্লুবিসিএস, এসএসসি ছাড়াও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারের নানা চাকরির পরীক্ষার কোচিং করানো হয়। বহু ছাত্রছাত্রী এখানে প্রস্তুতি নিয়ে বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। শংকরদার কথায় লিডারশিপ কনক্লেভ থেকে পাওয়া বিশেষ পুরস্কার ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তরণের সহায়তার ক্ষেত্রে আমাকে আরও অনুপ্রেরণা জোগাবে।

৭ লক্ষ টাকা অনলাইন প্রতারণার শিকার

আনোয়ার আলি ● মেমারি

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত কোলে মল্লিকাপুর গ্রামের সন্তোষ কুমার আঢ্যর বন্ধন ব্যাংক সাতগেছিয়া শাখার ব্যাংক আকাউন্ট থেকে ৭ লক্ষ্য ১৪ হাজার ৩১৯ টাকা গায়েব হয়ে যায়। জানা যায়, পেশায় হার্ডওয়ার ব্যবসায়ী সন্তোষ বাবু ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্ত টাকার আদান-প্রদান এই বন্ধন শাখা থেকেই দীর্ঘদিন ধরে করে আসছিল। সন্তোষ কুমার আঢ্যর ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বন্ধন ব্যাংকের সাতগেছিয়া ব্রাঞ্চে একাউন্ট ছিল। গত কয়েক মাস আগে মোবাইল থেকে ইউপিআই পেমেন্টে অসুবিধা হওয়ার কারণে বন্ধন ব্যাংকের সাতগেছিয়া শাখায় বিষয়টি জানিয়েছিলেন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তার কাছে বিকল্প ফোন নাম্বার চাওয়ায় তিনি তার স্ত্রী ও মেয়ের নাম্বার দেন। কিন্তু সন্তোষ বাবুর ফোন নাম্বারে ফোন পে চালু হয়ে গেলেও ব্যাংক ট্রানজেকশনের কোন মেসেজ আসতো না। সেই মেসেজ চলে যেত তার মেয়ের নাম্বারে এবং ওটিপি আসতো তার স্ত্রীর নাম্বারে।

তমলুকে বাম প্রার্থী সায়ন ব্যানার্জির জোরদার প্রচার শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরেই থেকেই তমলুক কেন্দ্রের সিপিআই(এম) প্রার্থী জোরকমদে শুরু করেছে প্রচার। প্রত্যেকদিন প্রচারে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস তরুণ আইনজীবী প্রার্থী সায়ন ব্যানার্জিকে ঘিরে। বৃহস্পতিবার ময়না বিধানসভা এলাকার হরিদাসপুর, চনসরপুর বাজার এলাকায় পথ চলতি মানুষ, দোকানদার সাধারণ মানুষের সাথে জনসংযোগ করেন সিপিআই(এম) প্রার্থী। পথসভায় বক্তব্য রাখেন তিনি। এদিন তমলুক বিধানসভার পাইকবাড়ি গ্রামে পাড়া বৈঠকেও যোগদান করেন সিপিআই(এম) প্রার্থী। বিকালে কাঁকটিয়া এবং ডিমারি বাজারে প্রচার মিছিলে অংশ নিয়ে সায়ন ব্যানার্জি বলেন "তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার যে মাটি সেই মাটিকে দুর্নীতিগ্রস্তদের দ্বারা পরিচালিত হতে দেওয়া যাবে না কোনওমতেই। এখানকার সাধারণ মানুষের রুটি রুজির লড়াই, বেকারত্বের অবসান কমকর্মসংস্থানের দাবির লড়াই জোরদার করতে পারে বামপন্থীরা। একটা সময় এমন ছিল সারা দেশের সাংসদরা পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সাংসদদের বক্তব্য শোনার জন্য অপেক্ষায় থাকতো। এখন পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে দুর্নীতি, চুরি লুট এই সবই দেখছে সারাদেশ।এই সবকিছুর অবসান ঘটাতে হবে।" তরুণ প্রার্থীকে পেয়ে যুব সমাজের মধ্যে উচ্ছ্বাস বেশি। কেউ ছবি তুলছেন কেউ আবার প্রার্থীর সঙ্গে নিজের নিজস্বী তোলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে।

বাংলাকে টার্গেট করে লাভ হবে না: চন্দ্রিমা

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: চার জেলার শাসক বদলি প্রসঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, বাংলাকে টার্গেট করে কোনো লাভ হবে না। এতই আত্মবিশ্বাসী হলে পরিবর্তনের কি প্রয়োজন। ইলেকশন কমিশন নিশ্চই দেখবে।

তারপরেও বিকশিত ভারত চলছে। বিকশিত হয়নি। তাই এখনো চলছে। কিছু করেনি। তাই মানুষকে বোঝাতে হচ্ছে না। রাষ্ট্রপতি শাসন চালু করার পর্যায়ে চলে এসেছে। কংগ্রেস এর একাউন্ট ফ্রিজ করছে কেনো। কেনো বিরোধীদের টার্গেট। এনআইএর ফ্রিজ নয় কেনো ? বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন থেকে পাল্টা প্রশ্ন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যর। শিখ সম্প্রদায়ের মানুষকে আগেই তো ওরা অপমান করেছিল।ভোটার কার্ড পৌঁছায়নি।

দেখার প্রয়োজন। সাংবাদিক সম্মেলনে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান আমরা জানাব ইসিআইকে। ১০ শতাংশের কাছে এপিক কার্ড পৌঁছায়নি।

স্বরূপের বাড়িতে আই টি তল্লাশি প্রসঙ্গে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, বাংলায় টার্গেট অপোজিশন। সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে। বিজেপিতে গেলেই মাফ।মৌসম নূর অভিমানী প্রসঙ্গ তুলে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের খুব ভালো নেত্রী উনি। রাজ্য সভার নেত্রী। কাজ করবে মালদহের দুই প্রার্থীর জন্য লড়াই করবে।

দিনহাটা সংঘর্ষ ও এসডিপিওর মাথা ফেটে যাওয়ার ঘটনায় দুজন গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে , চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, বিরোধীদের গ্রেফতার অভিযোগ মিথ্যে। আইন অনুযায়ী কাজ হবে। গুন্ডামি করেছেন। বিরোধীদের তালিকা প্রকাশে বিলম্ব প্রসঙ্গে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন,ওরা বিধ্বস্ত। দিশাহীন। সংগঠন নেই।নাম প্রকাশ করতে পারলো না বিজেপি। কারণ কি জানো না । অভিষেকের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে ব্যার্থ বিজেপি।

চন্দ্রিমা মোদির সমালোচনা করে বলেন, বলেন, মোদী গ্যারান্টি শূন্য ওয়ারেন্টি। কৃষকের আয়ে দ্বিগুণ হয়নি। স্বচ্ছতা কোথায় ?? ৩০৮ জনের প্রাণ গেছে।

হঠাৎ ইস্তফা দিলেন আইপিএস দেবাশীষ ধর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: আই পি এস অফিসার দেবাশীষ ধর চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। সূত্রের খবর অনুযায়ী কোচবিহার থেকে বিজেপির লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হতে পারেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাজ্যে মুখ্য সচিব বি পি গোপালিকার কাছে ইস্তফা পাঠিয়ে দিয়েছেন আইপিএস অফিসার দেবাশীষ ধর। ভোটের আগে তিনি কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দিচ্ছেন কিনা তা এখনই স্পষ্ট নয়। সূত্রের খবর অনুযায়ী, তিনি বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন। কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হতে পারেন। ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটের সময় শিশু তল কুচিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী গুলি চালানোর পর পুলিশ সুপার দেবাশীষ ধর কে সাসপেন্ড করে কম্পালসারি ওয়েটিং এ রাখা হয়েছে। ওইগুলি চালানোর ঘটনায় চারজন গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়েছিল গোটা ঘটনাটি তদন্ত করে সিআইডি। তদন্তে নেমে দেবাশীষ বাবুর সম্পত্তির নথি সংগ্রহ করেন সিআইডি আধিকারিকরা। সেখানে দেবাশীষ বাবুর রায়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তির হদিশ পাওয়া যায়। জানা যায় ২০১৫ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে দেবাশীষ বাবুর সম্পত্তি কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছিল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পতিরামের নানা জায়গায় রুট মার্চ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: পতিরাম থানার অন্তর্গত একাধিক জায়গায় রুট মার্চ করল কেন্দ্রীয় বাহিনী।অবাধ ও সুষ্ঠু ভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করবার জন্য এদিন পতিরাম থানার অন্তর্গত পাগলিগঞ্জ এলাকায় রুট মার্চ করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। উপস্থিত ছিলেন পতিরাম থানার অফিসার ইনচার্জ সৎকার স্যাংবো সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসার ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জোয়ানেরা। এদিন এলাকার সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেন তাঁরা এবং অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করবার বিষয়ে আশ্বস্ত করেন। এদিন পাগলীগঞ্জ ছাড়াও আশেপাশের বেশ কয়েকটি বুথ পরিদর্শন করেন তাঁরা।

সাঁকরাইলে জোর প্রচার বাম প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম প্রার্থী আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে হাওড়ার সাঁকরাইল দক্ষিণে মৌড়িগ্রাম এলাকায় প্রচার করেন। তিনি পায়ে হেঁটে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করেন। ভোট প্রার্থনা করেন। প্রচারে বামেদের দাবি, দেশের সরকার বদলের এই ভোটে বিজেপির বিকল্প বামেরাই। সংসদে মানুষের কথা বলার লোক চাই। মানুষের কাছে সেই বার্তা তুলে ধরা হচ্ছে। অন্যদিকে, এদিন এর পাশাপাশি প্রয়াত ছাত্রনেতা স্বপন কোলের গ্রামে যান সব্যসাচীবাবু। স্বপন কোলের আন্দুলের প্রভু জগদ্বন্ধু কলেজের শহীদ বেদী জল দিয়ে ধুয়ে পরিস্কার করে মাল্যদান করেন তিনি।

চোলাই বাজেয়াপ্ত

নুরুল ইসলাম খান ● জাঙ্গিপাড়া

আপনজন: জাঙ্গিপাড়া থানা ও আবগারি দপ্তরের যৌথ অভিযানে বৃহস্পতিবার জাঙ্গিপাড়া থানা এলাকার দিল আকাশ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে পশ্চিম গোবিন্দপুর গ্রামে প্রায় ১৬০০ লিটার নিষিদ্ধ চলাই মদ বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। জাঙ্গীপাড়া থানার ওসি অনীল রাজ জানায় একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে এই মদ বাজেয়াপ্ত করে নস্ট করা হয়।উক্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুষ্কৃতি দের তালাশ করা হচ্ছে। দোষী কে খুব শীগ্রই গ্রেফতার করা হবে বলে জানিয়েছে লোকাল থানা।

নাগরিক সুরক্ষা অভিযান

তপশিলি ফেডারেশনের ডাকে নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবিতে " নাগরিক সুরক্ষা অভিযান" চলছে। চলবে ১৪ এপ্রিল ড. আম্বেদকরের জন্মদিন পর্যন্ত। বক্তব্য রাখছেন সভাপতি ফেডারেশনের সর্বভারতীয় সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক।

২০২৪ অলিম্পিক ফুটবল: সহজ গ্রুপে ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা পেল মরক্কো ও ইউক্রেনকে

আপনজন ডেস্ক: প্যারিসের পালস বিল্ডিংয়ে গতকাল অনুষ্ঠিত হলো ২০২৪ অলিম্পিকের ফুটবল ইভেন্টে ছেলে ও মেয়েদের দলগুলোর ড্র অনুষ্ঠান। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার তুলনায় নিজেদের গ্রুপে তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষই পেয়েছে গত বিশ্বকাপে রানার্সআপ দল ফ্রান্স।

‘বি’ গ্রুপে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ মরক্কো, ইউক্রেন এবং এএফসি থেকে কোয়ালিফাই করা তৃতীয় দল। আর ‘এ’ গ্রুপে ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র এবং এএফসি ও সিএএফের মধ্যে প্লে–অফে জয়ী দল। এশিয়া থেকে কোয়ালিফাই করা তৃতীয় দল এবং এএফসি-সিএএফ প্লে–অফে জয়ী দল এখনো নির্ধারিত হয়নি।

অলিম্পিকের ফুটবল ইভেন্টে এবার টানা তৃতীয়বারের মতো স্বর্ণ জয়ের স্বপ্ন দেখেছিল ব্রাজিল। কিন্তু গত মাসে আর্জেন্টিনার কাছে ১-০ গোলের হারে প্যারিস অলিম্পিকের ফুটবল ইভেন্টের মূল পর্বেই পৌঁছাতে পারেনি পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। আর্জেন্টিনার সামনে ফুটবল ইভেন্ট থেকে তৃতীয় স্বর্ণপদক তুলে নেওয়ার সুযোগ। ২০০৪ ও ২০০৮ অলিম্পিকের ফুটবল ইভেন্টে স্বর্ণ জিতেছে আর্জেন্টিনা। এর মধ্যে সর্বশেষবার লিওনেল মেসিও খেলেছেন। ৩৬ বছর বয়সী মেসিকে নিয়ে এবারও স্বর্ণ জিততে চায় আর্জেন্টিনা এবং দেশের হয়ে এটাই হতে পারে মেসির শেষ আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। মেসির অলিম্পিকে খেলার সম্ভাবনা নিয়ে গত ফেব্রুয়ারিতেই কথা বলেছেন আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২৩ দলের কোচ হাভিয়ের মাচেরানো। জাতীয় দলে একসময় মেসির সতীর্থ ছিলেন সাবেক এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। সে সময় তিনি বলেছিলেন, ‘লিওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কেমন সেটা সবাই জানে...তার জন্য দরজা খোলা... ব্যাপারটা তার ওপর নির্ভর করছে।’ অলিম্পিকের ফুটবল ইভেন্টে প্রতিটি দল ২৩ বছরের বেশি বয়সী তিনজন খেলোয়াড় নিতে পারবে।’

ফ্রান্স তুলনামূলক সহজ গ্রুপে পড়লেও দেশটির কিংবদন্তি ফুটবলার থিয়েরি অঁরি ড্রয়ের পর বলেছেন,‘কোনো কিছুই সহজ না।’ কিন্তু ১৯৮৪ সালের পর অলিম্পিকের ফুটবল ইভেন্ট থেকে দ্বিতীয় স্বর্ণপদক জয়ের খোঁজে থাকা ফ্রান্স এবার ঘরের মাঠে ফেবারিট। জানা গেছে, ফ্রান্সের হয়ে অলিম্পিক ফুটবলে অংশ নিতে চান দেশটির তারকা ফুটবলার কিলিয়ান এমবাপ্পে। কিন্তু ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ শেষ করে অলিম্পিক ফুটবলের জন্য তৈরি হতে খুব বেশি সময় পাবেন না এমবাপ্পে।

১৪ জুন শুরু হয়ে ১৪ জুলাই শেষ হবে ইউরো। প্যারিস অলিম্পিকের ফুটবল ইভেন্ট শুরু হবে ২৪ জুলাই–অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দুই দিন আগে।প্রথম ম্যাচে ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ যুক্তরাষ্ট্র। অলিম্পিকের ফুটবল ইভেন্টের জন্য ফিফা ক্লাবগুলোকে খেলোয়াড় ছাড়তে বাধ্য করে না। তাই এমবাপ্পের দেশের হয়ে অলিম্পিক ফুটবলে খেলার ব্যাপারটি জটিল হয়ে উঠতে পারে। ফ্রান্সের হয়ে ’৯৮ বিশ্বকাপজয়ী অঁরি অবশ্য আশাবাদী। জানেন কাজটা মোটেই সহজ না, সেটা যতই ঘরের মাঠে টুর্নামেন্টটি হোক, ‘ঘরের মাঠে টুর্নামেন্ট জেতা কখনোই সহজ না। সম্ভবত ব্রাজিল ও স্পেন (২০১৬ ও ১৯৯২) এটা করতে পেরেছে। কিন্তু ব্যাপারটা খুব বেশি দেখা যায় না। আমরা এটা করার চেষ্টা করব।’

সর্বশেষ টোকিও অলিম্পিকে রৌপ্য পদকজয়ী স্পেন ‘সি’ গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে মিসর, ডমিনিকান প্রজাতন্ত্র এবং এএফসি কোয়ালিফাইয়ে দ্বিতীয় দলের সঙ্গে। ‘ডি’ গ্রুপে প্যারাগুয়ের প্রতিপক্ষ মালি, ইসরায়েল ও এএফসি কোয়ালিফাইয়ে শীর্ষ দল। ৯ আগস্ট প্যারিসে ফুটবল ইভেন্টের ফাইনাল। প্রতিটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুই দল কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট পাবে।

রোনালদো সেরা সময় পেছনে ফেলে এসেছেন, বললেন পর্তুগিজ সতীর্থ

আপনজন ডেস্ক: গত ফেব্রুয়ারিতে ৩৯তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তাঁর বয়সী অনেকেই ফুটবল ছেড়ে অবসর জীবন কাটাচ্ছেন, তবে রোনালদোর তো আর অন্যদের মতো নন। বয়স তাঁর বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। এখনো আগের মতোই জয় এবং গোল–ক্ষুধা নিয়ে মাঠে নামেন এই পর্তুগিজ মহাতারকা। পরিসংখ্যানও বলছে, রোনালদোর এখনো ফুরিয়ে যাননি। ৫৪ গোল করে শীর্ষ পর্যায়ের ফুটবলে ২০২৩ সালের সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন এই আল নাসর তারকাই।

সৌদি প্রো লিগেও চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ গোলদাতা রোনালদো। প্রো লিগে ২৩ গোল করার পাশাপাশি সব মিলিয়ে করেছেন ৩০ গোল। তবে এমন দুর্দান্ত ছন্দে থাকার পরও রোনালদো তাঁর সেরা সময় পেছনে ফেলে এসেছেন বলে মন্তব্য করছেন তাঁরই জাতীয় দল সতীর্থ জোয়াও কানসেলো। পাশাপাশি পর্তুগাল দল এখন আর রোনালদোনির্ভর নয় বলেও মন্তব্য করেছেন এই ফুলব্যাক।

আন্তর্জাতিক বিরতিতে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে রোনালদোর পর্তুগাল। তবে সুইডেনের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে রোনালদো-কানসেলোসহ আটজনকে। যাঁরা স্লোভেনিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচের আগে যোগ দেবেন দলের সঙ্গে। এই ম্যাচগুলোকে মূলত দেখা হচ্ছে ইউরো ২০২৪–এর প্রস্তুতি হিসেবে।

এ দুই ম্যাচ সামনে রেখে পর্তুগিজ সংবাদমাধ্যম আরটিপির সঙ্গে কথা বলেছেন কানসেলো। যেখানে রোনালদোর গুরুত্ব নিয়ে জানতে চাইলে কানসেলো বলেছেন, ‘সে একজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। ১৫ বছর ধরে ব্যালন ডি’অরের জন্য মেসির সঙ্গে লড়াই করে আসছে সে। কিন্তু একজন খেলোয়াড় তার সেরা সময় পার করেন ২৫ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। সে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। কিন্তু জাতীয় দল এখন পুরোপুরিভাবে তার ওপর নির্ভর করে না।’

আইপিএল দুনিয়ার অন্যতম বড় স্পোর্টস লিগ: ডি ভিলিয়ার্স

আপনজন ডেস্ক: আগামীকাল শুরু হবে আইপিএল। আইপিএল না বলে এটাকে ভারতের ক্রিকেটের মহা উৎসবও বলা যায়। ফ্র্যাঞ্চাইজি এই টুর্নামেন্ট টি-টোয়েন্টির প্রতি মানুষের আগ্রহ তৈরিতে যেমন বড় ভূমিকা রেখেছে, তেমনি অনেক ক্রিকেটারের ব্যাংক ব্যালেন্সের হিসাবও বদলে দিয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি এবি ডি ভিলিয়ার্স দীর্ঘদিন আইপিএলে খেলেছেন। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে ১৩ মৌসুম খেলা ডি ভিলিয়ার্স কিন্তু এই টুর্নামেন্টকে শুধু ক্রিকেটের মধ্যেই রাখছেন না। তিনি আইপিএলকে দেখছেন দুনিয়ার অন্যতম বড় স্পোর্টস ইভেন্ট হিসেবে।

আইপিএল ইতিহাসের অন্যতম সেরা তারকা ডি ভিলিয়ার্স। আইপিএলে দিল্লি ও বেঙ্গালুরুর হয়ে তিনি খেলেছেন ১৭০ ইনিংস। রান করেছেন ৫১৬২, যা টুর্নামেন্টের ইতিহাসে ষষ্ঠ সর্বোচ্চ। ভারতের সংবাদমাধ্যম ‘নিউজ১৮’কে ডি ভিলিয়ার্স বলেছেন, ‘আইপিএল ক্রিকেটের কেন্দ্রবিন্দু। বছরের পর বছর ধরে এটি শক্তিশালী থেকে শক্তিশালী হচ্ছে। এটা শুধু দুনিয়ার সেরা ক্রিকেট লিগ নয়, এটি দুনিয়ার অন্যতম বড় স্পোর্টস লিগ, যেটা খুব অল্প সময়ে অর্জন করা হয়েছে। গত কয়েক বছরে এটি জনপ্রিয়তায় অন্য স্তরে পৌঁছে গেছে।’

ডি ভিলিয়ার্স যোগ করেন, ‘খেলোয়াড়েরা যেভাবে পারফর্ম করছে, তা তাদেরকে পরিচিত করে তুলছে। অনেক বিদেশি ক্রিকেটার এখানে আসছে, ভারতের সংস্কৃতি বুঝতে, তারাও এখানে পরিচিত নাম হয়ে উঠছে। এটা অসাধারণ। এটা খেলোয়াড়দের জন্য দারুণ একটা সুযোগ, আসলে শুধু খেলোয়াড়দের নয়, প্রশাসকসহ সবার যুক্ত হওয়ার সুযোগ। আমার মনে হয় ক্রিকেট সমর্থকেরাও এটাকে দারুণভাবে উপভোগ করছে।’ অবশ্য আইপিএলের প্রতি ডি ভিলিয়ার্সের এমন মুগ্ধতা নতুন কিছু না। ২০১৯ সালে ডি ভিলিয়ার্স আইপিএলকে বিশ্বকাপের চেয়েও ভালো বলেও মন্তব্য করেছিলেন, ‘সত্যি বলতে, আইপিএলের ধারেকাছে কিছুই নেই। ভারতে আছি, আইপিএলে খেলছি বলে মনে হতে পারে এখন কথাটা বলা সহজ। কিন্তু বিশ্বে আরও অনেক জায়গার টুর্নামেন্টে খেলেছি। আমার মতে এটা (আইপিএল) বিশ্বকাপের চেয়েও ভালো।’

ধোনি নন, মোস্তাফিজদের অধিনায়ক গায়কোয়াড়

আপনজন ডেস্ক: আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের (সিএসকে) অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। পাঁচবারের ট্রফিজয়ী অধিনায়কের জায়গায় এবার চেন্নাইকে নেতৃত্ব দেবেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। আজ চেন্নাই ফ্র্যাঞ্চাইজির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে খবরটি নিশ্চিত করা হয়েছে। চেন্নাইয়ের আগে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই একই খবর জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে।

২০০৮ সালে আইপিএলের প্রথম আসরে চেন্নাইয়ের অধিনায়ক হন ধোনি। মাঝে ২০২২ আসরে আট ম্যাচ বাদে গত ১৬ আসরের পুরোটা সময় অধিনায়ক হিসেবে খেলেছেন তিনি। এর মধ্যে চেন্নাই নিষিদ্ধ থাকা অবস্থায় দুই মৌসুম ছিলেন সানরাইজার্স পুনের দায়িত্বে।

চেন্নাইয়ের বিজ্ঞপ্তিতে অধিনায়ক বদলের খবর জানিয়ে লেখা হয়, ‘২০২৪ আইপিএল শুরুর আগে এম এস ধোনি রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের হাতে নেতৃত্ব তুলে দিয়েছেন। ২০১৯ থেকে রুতুরাজ চেন্নাই সুপার কিংসের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যিনি এ সময়ের মধ্যে ৫২ ম্যাচ খেলেছেন। চেন্নাই এখন মৌসুমের দিকে তাকিয়ে।’

ধোনির অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়ার খবর দর্শক-সমর্থক তো বটেই, ফ্র্যাঞ্চাইজিটির কাছেও চমক হয়ে এসেছে। সিএসকের সিইও কাসি বিশ্বনাথন ক্রিকবাজকে বলেন, ‘এটা ধোনি ও স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের (কোচ) সিদ্ধান্ত। ফ্র্যাঞ্চাইজি ম্যানেজমেন্ট হিসেবে ক্রিকেটীয় বিষয়গুলো আমরা তাদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছি। তারা আমাদের অধিনায়ক বদলের বিষয়টি জানিয়েছে আজ সকালে। আমরা তাদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছি।’

ধোনির নেতৃত্বে চেন্নাই ২১২ ম্যাচ খেলে ১২৮টিতে জিতেছে। এ সময়ে দলটি জিতেছে পাঁচটি ট্রফি, যা মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ। ৪২ বছর বয়সী ধোনি যাঁর হাতে নেতৃত্ব তুলে দিয়েছেন, সেই গায়কোয়াড় ২০২১ সালে আইপিএলে সর্বোচ্চ ৬৩৫ রান করেছিলেন। ভারতের হয়ে ৬ ওয়ানডে ও ১৯ টি-টোয়েন্টি খেলা গায়কোয়াড় চোটে ভোগায় ২০২৪ সালে মাত্র একটিই প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলতে পেরেছেন। রঞ্জি ট্রফির সেই ম্যাচের প্রথম ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ ৯৬ রান করেছিলেন। গত বছর এশিয়ান গেমসে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মহরাষ্ট্রের এই ক্রিকেটার।

এবারের আইপিএলে চেন্নাই দলে আছেন বাংলাদেশের মোস্তাফিজুর রহমান, ইংল্যান্ডের মঈন আলী, নিউজিল্যান্ডের ডেভন কনওয়ে, মিচেল স্যান্টনাররা। আগামীকাল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মুখোমুখি হবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

স্কুলের ক্লাস থেকে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসে ১৭ বছর বয়সি মাফাকা

আপনজন ডেস্ক: পড়ছেন স্কুলের শেষ বর্ষে। গ্রীষ্মের ছুটিটা কাটাতে চেয়েছিলেন মুম্বাইয়ে। তবে এখন পরিকল্পনাটা পাল্টাতে হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার ১৭ বছর বয়সী পেসার কিউনা মাফাকাকে।

কয়েক দিন নয়, মাফাকাকে এখন ভারতে থাকতে হবে চলতি মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত। এ সময়ে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের ড্রেসিংরুমে তিনি সময় কাটাবেন পেসার যশপ্রীত বুমরা, কোচ লাসিথ মালিঙ্গার সঙ্গে। চোটে ছিটকে পড়া শ্রীলঙ্কার পেসার দিলশান মাদুশঙ্কার বদলি হিসেবে মাফাকাকে দলে নিয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস।

দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদমাধ্যম টাইমস লাইভ জানিয়েছে, তড়িঘড়ি করেই মাফাকাকে দলে নেওয়া হয়েছে। যে কারণে তাঁকে স্কুলের ক্লাস থেকেই গিয়ে মুম্বাইয়ের ফ্লাইট ধরতে হয়েছে। ভিসাও হাতে

পেয়েছেন মুম্বাইয়ে পা রাখার পর। মাকে সঙ্গে নিয়ে ভারতে যাওয়া এই পেসারের সেখানে পড়ার ব্যবস্থাও করবে আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি দল মুম্বাই ইন্ডিয়ানস। বিশ্বকাপে ২১ উইকেট নিয়ে নজরকাড়া শ্রীলঙ্কার পেসার মাদুশঙ্কা গত শুক্রবার চট্টগ্রামে বাংলাদেশের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে সিরিজ থেকে ছিটকে পড়েন। এর পর থেকেই তাঁর আইপিএলে খেলা নিয়ে শঙ্কা জেগেছিল। গতকাল মুম্বাই নিশ্চিত করেছে, মাদুশঙ্কাকে আইপিএলে পাওয়া যাচ্ছে না। মাদুশঙ্কাকে নিলামে ৪ কোটি ৬০ লাখ রুপিতে দলে নিয়েছিল মুম্বাই। তাঁর জায়গায় ভিত্তিমূল্য ৫০ লাখ রুপিতে ১৭ বছর বয়সী মাফাকাকে দলে টেনেছে তারা।

সর্বশেষ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ঘরের মাঠে মাফাকা ৭ ম্যাচে ওভারপ্রতি ৩.৮১ রান দিয়ে টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ ২১ উইকেট নেন। ৭ ম্যাচের মধ্যে তিনবার পান ইনিংসে ৫ উইকেট, তিনবার হন ম্যাচসেরা। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ও নির্বাচিত হন মাফাকা। যদিও সেমিফাইনালে ভারতের বিপক্ষে হেরে বিদায় নেয় তাঁর দল দক্ষিণ আফ্রিকা। মাফাকার সঙ্গে মাদুশঙ্কার মিল আছে। দুজনেই বল করতে পারেন নিয়মিত ১৪০ কিলোমিটারের আশপাশের গতিতে, দুজনেরই প্রধান শক্তি ইনসুইং।

দুর্নীতির অভিযোগে স্পেন ফুটবলের সদর দপ্তর ও রুবিয়ালেসের বাসায় পুলিশের তল্লাশি

আপনজন ডেস্ক: দুর্নীতি এবং অন্যান্য অপরাধের অভিযোগ তদন্তে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের (আরএফইএফ) সদর দপ্তর এবং সংস্থাটির সাবেক সভাপতি লুইস রুবিয়ালেসের বাসায় তল্লাশি চালিয়েছে স্পেনের পুলিশ। স্পেনের বিচারিক সূত্র গতকাল এ খবর জানিয়েছে।

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, রুবিয়ালেস আরএফইএফ সভাপতির দায়িত্বে থাকতে স্প্যানিশ সুপার কাপ সৌদি আরবে আয়োজনের ব্যাপারে দেশটির সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন। সেই চুক্তিরই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন আদালত, আর তারই অংশ হিসেবে আরএফইএফ সদর দপ্তর, রুবিয়ালেসের বাসা এবং আরও কিছু জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়। বছরে চার কোটি ইউরো মূল্যের এই চুক্তি স্বাক্ষরে মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করেছিল স্পেনের সাবেক ডিফেন্ডার জেরার্ড পিকের প্রতিষ্ঠান কসমস।

গ্রানাডায় রুবিয়ালেসের বাসায় তল্লাশি চালায় পুলিশ। ৪৬ বছর বয়সী রুবিয়ালেস এখন স্পেনের বাইরে আছেন। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম ‘মার্কা’ জানিয়েছে, স্পেনের কৌঁসুলির অফিস রুবিয়ালেসের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে।

রুবিয়ালেস এখন আছেন ডমিনিকান প্রজাতন্ত্রে। স্পেনের টিভি চ্যানেল ‘টেলেসিনকো’র সংবাদকর্মীকে রুবিয়ালেস বলেছেন, ‘আমি এই কাজে (তল্লাশি) খুবই বিস্মিত হয়েছি। এখন ডমিনিকান প্রজাতন্ত্রে কাজ করছি। এখানে আছি এক মাসের বেশি হলো। আমার পরিবারের এখানে এসে ইস্টার পালনের কথা।’ গত বছর আগস্টে নারী বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বিজয় মঞ্চে ‘চুমু-কাণ্ড’ ঘটিয়ে তুমুল সমালোচনার জন্ম দিয়েছিলেন রুবিয়ালেস। স্পেনের খেলোয়াড় হেনি হেরমোসোর ঠোঁটে চুমু খেয়েছিলেন তিনি। এ নিয়ে বৈশ্বিকভাবে সমালোচনা শুরুর পর সেপ্টেম্বরে আরএফইএফ সভাপতির দায়িত্ব ছাড়েন রুবিয়ালেস। স্পেনের এক বিচারক গত জানুয়ারিতে বলেছেন, রুবিয়ালেসকে এ জন্য বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।

স্পেনের পুলিশের তল্লাশি নিয়ে দেশটির বিচারিক সূত্রের উদ্ধৃতি প্রকাশ করেছে বার্তা সংস্থা এএফপি। বলা হয়েছে, পুলিশ মোট ১১টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে। আর ‘অর্থ পাচার, প্রশাসনে জালিয়াতি ও দুর্নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার সন্দেহে শুরু হওয়া তদন্তের অংশ হিসেবে এই তল্লাশি চালানো হয়।’ সূত্র মারফত বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, পুলিশ এখন পর্যন্ত চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এর মধ্যে আছেন আরএফইএফের আইনি উপদেষ্টা টমাস গঞ্জালেস ও দুজন পরিচালক। স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের (আরএফইএফ) বিবৃতিতে বলা হয়, ‘সদর দপ্তরে তল্লাশি চালানোর পর আরএফইএফ পুলিশ ও কৌঁসুলির তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।’ কোপা দেল রে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৬ এপ্রিল সেভিয়ার লা কার্তুয়া স্টেডিয়ামে। পুলিশ সেখানেও তল্লাশি চালিয়েছে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ফেডারেশনের সদর দপ্তর থেকে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। স্পেন জাতীয় দল এখন সেখানেই অবস্থান করছে। শুক্রবার কলম্বিয়া এবং মঙ্গলবার ব্রাজিলের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে স্পেন। আর্সেনাল ও স্পেনের গোলকিপার ডেভিড রায়া পুলিশের তল্লাশি চালানো নিয়ে বলেছেন, ‘আমি এ নিয়ে কিছুই জানি না। আমরা স্বাভাবিকভাবেই অনুশীলন করেছি।’ আরএইএফ সদর দপ্তরে তল্লাশি শেষে বের হচ্ছে পুলিশ আরএইএফ সদর দপ্তরে তল্লাশি শেষে বের হচ্ছে পুলিশএএফপি

২০২০ সালে সৌদি আরবে প্রথমবারের মতো স্প্যানিশ সুপার কাপ অনুষ্ঠিত হয়। কোভিড মহামারির কারণে পরের বছর টুর্নামেন্টটি স্পেনে ফিরিয়ে আনা হয়। এরপর সুপার কাপের সর্বশেষ তিনটি টুর্নামেন্টই অনুষ্ঠিত হয়েছে সৌদি আরবে। স্পেনের কৌঁসুলিরা ২০২২ সালে সুপার কাপ নিয়ে তদন্ত শুরু করে। এই টুর্নামেন্টে সৌদি আরবে আয়োজনের চুক্তি থেকে কত টাকার কমিশন আসবে, এই ব্যাপারে পিকে ও রুবিয়ালেসের মধ্যকার ফোনালাপ ফাঁস হওয়ার পর তদন্ত শুরু করেন কৌঁসুলিরা।

রুবিয়ালেস বরাবরই দাবি করেছেন, সৌদি আরবে সুপার কাপ আয়োজন নিয়ে কোনো দুর্নীতি করা হয়নি। স্পেন ও বার্সেলোনার সাবেক ডিফেন্ডার পিকে ২০২২ সালের এপ্রিলে বলেছেন, ‘সবকিছুই বৈধ ছিল।’

মারা গেছেন পাকিস্তানের সাবেক টেস্ট অধিনায়ক সাঈদ আহমেদ

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের সাবেক টেস্ট অধিনায়ক সাঈদ আহমেদ মারা গেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। বুধবার দুপুরে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হয় তাঁকে, সেখানেই মৃত্যু ঘটে তাঁর। সাঈদ ১৯৫৮ থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে পাকিস্তানের হয়ে ৪১টি টেস্ট খেলেছিলেন। ১৯৬৯ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে হানিফ মোহাম্মদের জায়গায় পাকিস্তানকে তিনি ৩টি ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ক্যারিয়ারে ৫টি সেঞ্চুরিসহ ২ হাজার ৯৯১ রান তাঁর, অফ স্পিনে ২২টি উইকেটও নিয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের জালহান্দারে জন্ম সাঈদের, যে অঞ্চল এখন ভারতের পাঞ্জাবের অংশ। ২০ বছর বয়সে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল তাঁর। ব্রিজটাউনে সে টেস্টে ৯৭০ মিনিট ব্যাটিংয়ের রেকর্ড গড়েছিলেন হানিফ। তাঁর সঙ্গে তৃতীয় উইকেটে ১৫৪ রানের জুটি গড়েছিলেন সাঈদ, নিজে করেছিলেন ৬৫ রান। সে ম্যাচে ৩১৯ ওভার ব্যাটিং করে ম্যাচ ড্র নিশ্চিত করেছিল পাকিস্তান। সে সফরে জর্জটাউনে রয় গিলক্রিস্ট, ল্যান্স গিবস, গ্যারি সোবার্সদের মতো বোলারদের সমন্বয়ে গড়া বোলিং আক্রমণের বিপক্ষে ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিটি করেছিলেন সাঈদ (১৫০ রান)। অবশ্য তাঁর করা ৫টি সেঞ্চুরির একটিতেও জিততে পারেনি পাকিস্তান।

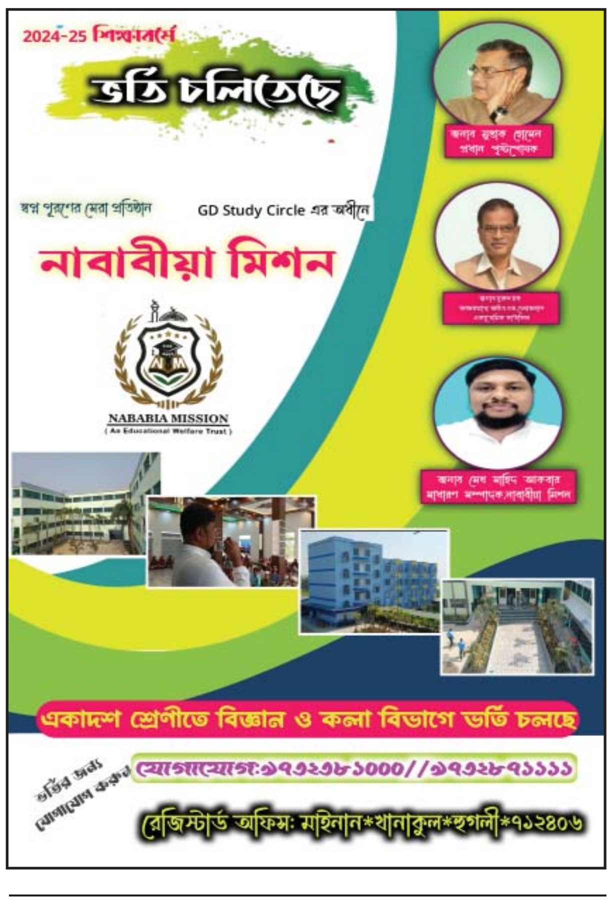

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**